1. Transitus R
2. Transitus Augiensis CCXXIX

১। গ্রীক পাঠ্য : Ms. Vaticanus gr. 1982, f. 181-189^{v}

২। লাতিন পাঠ্য : Ms. Augiensis CCXXIX, f. 184^{v}-190^{v}

পাঠ্য দু'টো আমাদের হাতে না থাকায় এপুস্তিকায় উপস্থাপিত 'উত্তরণ' দু'টোর বাংলা অনুবাদ মূল ভাষা গ্রীক ও লাতিন থেকে করা সম্ভব হয়নি।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2022-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : February 22, 2022

Version 1.2 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

সর্বপবিত্রা ঈশ্বরজননীর

স্বর্গোন্নয়ন

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ছবি

ভূমিকা

পবিত্রা মারীয়ার নিদ্রাগমন বা স্বর্গোন্নয়ন রহস্য
‘মারীয়ার উত্তরণ’ লেখাগুলো সম্পর্কে
‘উত্তরণ’ বিষয়ক বর্তমান পুঁথিসমূহ

১। রোমীয় উত্তরণ

মৃত্যুসংবাদ
জৈতুন পর্বতে খেজুরপাতা প্রদান
আত্মীয়দের আগমন
যোহনের আগমন
প্রেরিতদূতদের আগমন
প্রার্থনা
যোহনের বক্তব্য
মারীয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ
মৃত্যুর অপেক্ষায় জাগরণী
মারীয়ার মৃত্যু
মৃত্যুর পরে
জঘন্য সেই অপপ্রচেষ্টা
সমাধিদান
আত্মা ও দেহ সহ পরমদেশে মারীয়া

২। আউগীয় উত্তরণ

মৃত্যুসংবাদ
জৈতুন পর্বতে খেজুরপাতা প্রদান

আত্মীয়দের আগমন
যোহনের আগমন
প্রেরিতদূতদের আগমন
প্রার্থনা
যোহনের বক্তব্য
মারীয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ
মৃত্যুর অপেক্ষায় জাগরণী
মারীয়ার মৃত্যু
মৃত্যুর পরে
জঘন্য সেই অপপ্রচেষ্টা
সমাধিদান
আত্মা ও দেহ সহ পরমদেশে মারীয়া

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)
যুদিথ (যুদিথ)
২ মাকা (মাকাবীয় বংশচরিত ২য় পুস্তক)
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচন পুস্তক)
ইশা (ইশাইয়া)
দা (দানিয়েল)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের পত্র)
যাকোব (যাকোবের পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ছবি

ছবিগুলো ডবল ক্লিক করলে সেগুলো পুরো আকারে দেখা যেতে পারবে।

প্রভু যিশুর নির্দেশমত প্রেরিতদূতগণ ধন্যা মারীয়ার খাটিয়া প্রভুর নির্ধারিত স্থানে বহন করছেন। শোভাযাত্রার আগে আগে প্রেরিতদূত পিতর চলছেন, তাঁর হাতে রয়েছে সেই খেজুরপাতা যা প্রভু যিশু নিজেই এলক্ষ্যে মা মারীয়াকে দিয়েছিলেন (রোমীয় উত্তরণ, ৩৭ অধ্যায়)।

পবিত্রা মারীয়ার খাটিয়া উল্টাতে গিয়ে ইহুদী মহাযাজক খাটিয়াটাকে সেইখানে ধরলেন যেখানে খেজুরপাতা ছিল। তাতে তাঁর হাত দু'টো কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খাটিয়ার গায়ে লেগে থেকে ঝুলতে থাকে (রোমীয় উত্তরণ, ৩৯ অধ্যায়)।

আউগীয় উত্তরণ অনুসারে হাত দু'টো নুলো হয়ে যায়।

ছবিটা বাইয়ের প্রচ্ছদের অংশবিশেষ।

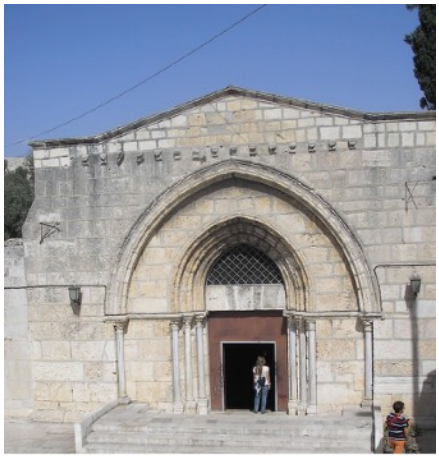

‘মারীয়ার কবর’ বলে পরিচিত গির্জা যা যেরুশালেমে, জৈতুন পর্বতের পদতলে, গেথসেমানি বাগানে, কিদ্রোন উপত্যকায়, অবস্থিত।

(By Deror avi - Own work, CC BY-SA 3.0)

‘মারীয়ার কবর’ কক্ষ যা ‘মারীয়ার কবর’ গির্জার অভ্যন্তরে , একটা গুহায়, অবস্থিত।

কবরটা শুন্য, এবং গুহার ছাদে একটা ছিদ্র রয়েছে। কথিত আছে, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়েই ধন্যা মারীয়াকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

প্রভু যিশুর হাতে যা রয়েছে তা হলো মা মারীয়ার আত্মা, যা পুস্তিকার বর্ণনা অনুসারে ছিল ‘নিখুঁৎ মানবীয় অবস্থায়, পুরুষ বা নারীর স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিহীন, আত্মার শুধু ছিল যেকোন দেহের সঙ্গে সাধারণ সাদৃশ্য কিন্তু ছিল সাতগুণ অধিক দীপ্তিময়’ (রোমীয় উত্তরণ, ৩৫ অধ্যায়)।

আউগীয় উত্তরণ অনুসারে (২৬ অধ্যায়) পবিত্রা মারীয়ার আত্মা দেখতে ছিল ‘তুষারেরই মত শুভ্র।’

ছবিটা বাইয়ের প্রচ্ছদের অংশবিশেষ।

ভূমিকা

পবিত্রা মারীয়ার নিদ্রাগমন বা স্বর্গোন্নয়ন রহস্য

‘এঁরা সকলে, ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন নারী, যিশুর মা মারীয়া ও তাঁর ভাইয়েরা, একমন হয়ে প্রার্থনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন’ (প্রেরিত ১:১৪)। প্রেরিতদূতদের কার্যবিবরণীর এপদ ধন্যা কুমারী মারীয়া সম্পর্কে বাইবেলের শেষ উল্লেখ। সুতরাং পরবর্তীকালে পবিত্রা মারীয়া যে কী করেছিলেন, কোথায় জীবনযাপন করেছিলেন বা তাঁর কেমন মৃত্যু হয়েছিল, এসমস্ত বিষয় পবিত্র বাইবেলে আর কোনো কথা নেই।

কিন্তু মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীগুলো থেকে খ্রিষ্টভক্তদের মধ্যে এ ধর্মীয় চেতনা দৃঢ়তর হয়ে ওঠে যে, আপন মর্তজীবন শেষে পবিত্রা মারীয়া দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা হন।

এসম্পর্কে একথা স্মরণ করা উচিত যে, খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে মৃত ভক্তবৃন্দ কেবল আত্মায়ই স্বর্গীয় জীবন যাপন করছেন; তাঁরা ‘মাংসের পুনরুত্থানেরই’ প্রতীক্ষায় রয়েছেন; এমন কিছু যা তখনই ঘটবে যখন প্রভু যিশু ‘জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন’ (বিশ্বাস-সূত্র দ্রঃ)। সুতরাং, অর্থোডক্স ও কাথলিক মণ্ডলীদ্বয় এ ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, কেবল প্রভু যিশু ও তাঁর মাতা মারীয়াই আত্মায় ও দেহে স্বর্গীয় গৌরবময় জীবন যাপন করছেন। অর্থোডক্স মণ্ডলীর কাছে রহস্যটা সাধারণত ‘ধন্যা মারীয়ার নিদ্রাগমন’, ও কাথলিক মণ্ডলীর কাছে তা ‘ধন্যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন’ বলে অভিহিত। সেই অতীত কালের মত আজও অর্থোডক্স ও কাথলিক মণ্ডলীদ্বয় মহাপর্বটা ১৫ই আগষ্টে উদ্‌যাপন করে থাকে। পর্বপালনে খ্রিষ্টভক্তগণ এই আশায় আশান্বিত হয় যে, যখন মাতা মারীয়া দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবময় জীবন যাপন করছেন, তখন অবশ্যই আমরাও একদিন তাঁর মত ও তাঁর সঙ্গে দেহে ও আত্মায় সেই গৌরবময় অবস্থায় ঈশ্বরের সাক্ষাতে জীবনযাপন করব।

‘মারীয়ার উত্তরণ’ লেখাগুলো সম্পর্কে

ইতিহাসের কথা ধরে বলা যেতে পারে, এবিষয় সংক্রান্ত লেখাগুলো তৃতীয় শতাব্দীতে নানা অঞ্চলে রচিত ও প্রচলিত হতে লাগল যেগুলো ‘মারীয়ার উত্তরণ’ অর্থাৎ

মারীয়ার পরলোকগমন বলে পরিচিত। ধন্যা মারীয়া যে দেহে ও আত্মায় স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা হলেন, এই মূল বিষয়বস্তুর পাশাপাশি এক একটা লেখা নানা নানা কাল্পনিক উপ-বিষয় সন্নিবিষ্ট করে যা নূতন নিয়মের কতগুলো চরিত্রের কথা ও ঘটনা ধ্বনিত করা ছাড়া নানা প্রতীক-চিহ্নও উপস্থাপন করে যা সেকালে প্রচলিত ছিল। যেমন সেই খেজুরপাতা যা বর্ণনার প্রধান প্রতীক-চিহ্ন।

কিন্তু এসমস্ত চরিত্র ও প্রতীক-চিহ্নের মধ্যে, এমনকি নানা কাল্পনিক ও নাটকীয় বর্ণনার মধ্যে এ লেখাগুলোর প্রকৃত বক্তব্য সবসময় স্পষ্টই প্রকাশ পায় তথা, 'ধন্যা কুমারী মারীয়া আত্মায় ও দেহে স্বর্গীয় গৌরবে উন্নীতা হলেন।' বাস্তবিকই মাতার মৃত্যুক্ষণে এসে হাজির হয়ে প্রভু তাঁর দেহ থেকে আত্মাকে তুলে নিয়ে তা পরমদেশে নিয়ে যান, এবং প্রেরিতদূতগণ ধন্যা মারীয়ার দেহকে কবরে সঁপে দিলে পর প্রভু পুনরায় আবির্ভূত হয়ে দেহটাকেও পরমদেশে নিয়ে যান যাতে দেহটা আত্মার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়।

ভাষাগত দিক দিয়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, প্রভু যিশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়নি, তিনি স্বপ্রভাবেই স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন যেহেতু তিনি ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু সৃষ্টজীব মারীয়া স্বপ্রভাবে স্বর্গে যাননি, বরং তাঁকে দেহে ও আত্মায় স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

'উত্তরণ' বিষয়ক বর্তমান পুঁথিসমূহ

সিরীয়, ইথিওপীয়, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় 'উত্তরণ' বিষয়ক নানা প্রাচীন পুঁথি রোম, প্যারিস, অক্সফোর্ড, ভেনিস, মোনাকো, মিলান, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি শহরগুলোর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। এ পুঁথিগুলো প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও তবু বিশেষজ্ঞদের মতে, যে প্রকৃত মূল সিরীয় পুঁথি সম্ভবত পঞ্চম, এমনকি হয় তো চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, সেটা এখনও আবিষ্কার করা হয়নি।

তেমন লেখাগুলোর মধ্য থেকে এপুস্তিকা দু'টো বৃত্তান্তের অনুবাদ উপস্থাপন করে:

• **রোমীয় উত্তরণ**, যা ১১শ শতাব্দীর একটা গ্রীক পাণ্ডুলিপি (১৯৫৮ নং)। রোমস্থ ভাতিকান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বিধায় লেখাটা "রোমীয় উত্তরণ" বলে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, নানাবিধ বৃত্তান্তের মধ্যে এ বৃত্তান্তই সম্ভবত প্রাচীন প্রকৃত বৃত্তান্তের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুলিপি।

• **আউগীয় উত্তরণ**, যা অন্যান্য লেখার সঙ্গে ৯ম শতাব্দীর একটা লাতিন পাণ্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত (CCXXIX)। লেখাটা কার্লস্রুহ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, কিন্তু প্রাচীনকালে 'আউগিয়া দিবেস' নামক বেনেডিক্তিন মঠে ('উর্বর দ্বীপ' মঠে) সংরক্ষিত ছিল বিধায় তা "আউগীয় উত্তরণ" বলে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উপরোল্লিখিত "রোমীয় উত্তরণ" বৃত্তান্তের খুবই সদৃশ, সুতরাং যত লাতিন পুঁথির মধ্যে এটিও সম্ভবত প্রাচীন প্রকৃত বৃত্তান্তের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুলিপি।

ছবিতে "**রোমীয় উত্তরণ**" এর গ্রীক লিপিটার প্রথম পৃষ্ঠা প্রদর্শিত।

রোমীয় উত্তরণ

(গ্রীক পাণ্ডুলিপি)

এতে ঐশতত্ত্ববিদ ও সুসমাচার-রচয়িতা পবিত্র যোহন বিবরণ দেন
কিভাবে সর্বপবিত্রা ঈশ্বরজননী নিদ্রা গেলেন
ও কীভাবে আমাদের প্রভুর অক্ষয়শীল সেই মাতা
স্থানান্তরিত হলেন।

মৃত্যুসংবাদ

১। আমাদের সত্যকার ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা খ্রিষ্ট যিশুর সত্যকার মাতা নিত্যকুমারী মারীয়ার রহস্যাদি সত্যি মহান ও আশ্চর্যময়; সেগুলো এমন যা যেকোন বাক্যের অতীত ও যেকোন চিন্তার ঊর্ধ্বে তথা, কুমারী অবস্থায় তাঁর গর্ভধারণ, বিনা দূষণে তাঁর প্রসব, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের মাংসধারণ, ও তাঁর মধ্য থেকে মানব আকারে প্রভুর জন্ম, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁর নিদ্রাগমনের গৌরবময় ও বিস্ময়ের যোগ্য রহস্য।

২। তিনি দেহ থেকে বের হতে যাচ্ছেন, প্রভুর কাছ থেকে একথা শুনবার সময়ে সেই মহান দূত (ক) তাঁকে গিয়ে বললেন, 'মারীয়া, ওঠ; এই যে খেজুরপাতা আমার কাছে ন্যস্ত করেছেন সেই চিরজীবনময় যিনি পরমদেশ-বাগান করেছিলেন, তা তুমি গ্রহণ করে নিয়ে প্রেরিতদূতদের প্রদান কর যেন তাঁরা স্তবস্তুতি গান করতে করতে তোমার আগে আগে তা বহন করে চলেন; কেননা আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুমি দেহত্যাগ করবে। দেখ, আমি প্রেরিতদূত সকলকে তোমার কাছে প্রেরণ করব, আর তারা তোমাকে আর কখনও ত্যাগ করবে না যতক্ষণ তোমাকে সেখানে স্থানান্তর করা না হয় যেখানে তুমি গৌরবে বিরাজ করবে।'

৩। মারীয়া উত্তরে বললেন, 'প্রতিটি প্রেরিতদূতের জন্য একটা খেজুরপাতা না এনে কেনই বা আপনি আমার কাছে কেবল একটামাত্র খেজুরপাতা এনেছেন? ভয় হচ্ছে, আমি

সেটাকে একজনকে দিলে বাকি অন্যেরা গজগজ করবেন। আপনার বিবেচনায় আমি সেটাকে নিয়ে কী করব? (ক)। আপনার নাম কী? যেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁদের কাছে তা জানাতে পারি।' দূত তাঁকে বললেন, 'কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? (খ)। সেই নাম আশ্চর্যময়, তা তুমি শুনতে পার না। তথাপি আমি যখন পুনরায় আরোহণ করতে উদ্যত হব, তখন তা তোমাকে জানিয়ে দেব; তাতে তুমি তা রহস্যময় ভাবেই প্রেরিতদূতদের জানিয়ে দেবে যাতে করে তারা মানবের কাছে তা প্রচার না করে, পাছে মানুষ সেই নামের মহাপ্রতাপ জানতে পারে (গ)।

খেজুরপাতার বিষয়ে তুমি আদৌ চিন্তান্বিত হ'য়ো না; সেটা হবে বহু আশ্চর্য কর্মের উপায়, তা আবার যেরুশালেমের সকল অধিবাসীকে যাচাই করবে। যে বিশ্বাস করবে, তার জন্য সেটা হবে প্রকাশ্য; কিন্তু যে বিশ্বাস করবে না, তার জন্য সেটা হবে গুপ্ত। সুতরাং তুমি পর্বতে চল, সেইখানে আমার নাম জানতে পারবে, কেননা সেই নাম আমি যেরুশালেমে উচ্চারণ করতে ইচ্ছা করি না; করলে হয় তো নগরীটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হতে পারবে। নামটা তুমি 'ঊর্ধ্বতর' বলে অভিহিত জৈতুন পর্বতেই শুনতে পাবে; কিন্তু আমি যেভাবে তা তোমাকে বলব, তুমি প্রেরিতদূতদের তা সেভাবে বলতে পারবে না। ওই দেখ, তোমার দেহ বিসর্জন দেওয়ার ক্ষণ এবার এসে গেছে।'

জৈতুন পর্বতে খেজুরপাতা প্রদান

৪। তখন মারীয়া জৈতুন পর্বতে গেলেন। দূতের আলো তাঁর আগে আগে চলছিল ও তিনি খেজুরপাতাটা হাতে বহন করছিলেন। তিনি একবার পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেই পর্বতটা ও তার সঙ্গে সমস্ত গাছও কম্পান্বিত হল; হ্যাঁ, গাছপালা মারীয়ার হাতের খেজুরপাতাটাকে আরাধনা করে শীর কাত করল।

৫। দূতকে দেখে তিনি তাঁকে যিশু মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, হয় তো তুমি কী আমার প্রভু নও?' দূত তাঁকে বললেন, 'গৌরবের প্রভু ছাড়া অন্য কেউই আশ্চর্য কর্ম সাধন করতে পারে না, কেননা পিতা মানবপরিত্রাণের জন্য, ও যাদের তিনি আমার কাছে চিহ্নিত করেছেন তাদের মনপরিবর্তনের জন্যই আমাকে প্রেরণ করেছেন (ক)। আর আমি যে গাছপালা স্থানান্তরিত করি তা শুধু নয়, বরং ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিজেদের

অবনমিত করে যারা, তাদেরও আমি বয়ে নিয়ে যাই, ও তারা দেহত্যাগ করলে আমি তাদের ন্যায়বানদের স্থানে স্থানান্তর করি। তাই যখন তুমি দেহত্যাগ করবে, তখন আমি নিজে চতুর্থ দিনে সেই দেহের কাছে আসব। কেননা আমাদের ত্রাণকর্তা যখন তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তখন আমি চতুর্থ দিনেই তোমাকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাব। আর তোমাকে শুধু নয়, যত মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি পালন করে, তাদেরও আমি পুনরায় সুবাসিত সেই পরমদেশ-বাগানে স্থানান্তর করি, কেননা তারা মর্তে নিজেদের শুচি করে রেখেছে।'

৬। মারীয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিভাবে তাদের কাছে যাও? আর যাদের তুমি স্থানান্তর কর, তারা কারা? তাদের মধ্যে নিজেদের প্রসিদ্ধ করে যারা, তারা যজ্ঞ অর্পণ করে, হয় তো এজন্যই কি তুমি এদের কাছে যাও? নাকি তুমি বরং ন্যায়বান ও মনোনীতদেরই কাছে যাও? অথবা, যখন তোমাকে প্রেরণ করা হয়, তখন প্রার্থনা করে যারা তারা তোমার নাম করায়ই কি তুমি তাদের কাছে যাও? ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও যাতে আমিও সেইমত ব্যবহার করার ফলে তুমি আমাকে তুলে বহন করতে আস।'

৭। দূত তাঁকে বললেন, 'মা, তোমার কি হলো? যখন আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করা হবে, তখন আমি একা নয়, স্বর্গীয় সমস্ত বাহিনীর সঙ্গে করেই আসব আর তারা তোমার সাক্ষাতে স্তবস্তুতি গান করবে। আপাতত আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, যাতে করে তুমি পরে প্রেরিতদূতদের কাছে কথাটা রহস্যময় ভাবে সম্প্রদান কর। তাই তুমি জানতে ইচ্ছা কর তোমাকে কেমন করে ব্যবহার করতে হবে। যখন আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, তখন, আসবার সময়ে, আমি পিতার কাছ থেকে একটা প্রার্থনা পেয়েছিলাম। এখন আমি প্রার্থনাটা তোমাকে বলে দিচ্ছি, যেন দেহত্যাগ করার সময়ে তুমি তা উচ্চারণ কর সূর্যের উদয়কালে; হ্যাঁ, প্রার্থনাটা এভাবেই নিবেদন করা চাই। আমি তোমাকে যা যা বলছি, তা তুমি প্রেরিতদূতদের জানিয়ে দেবে, কেননা তাঁরাও আসবে। যে কেউ জগতের বন্ধু, যে কেউ জগৎকে ভালবাসে, তারা কেউই সেই প্রার্থনা উচ্চারণ করতে পারে না।'

৮। সুতরাং দূত প্রেরিতদূতদের কাছে প্রার্থনাটা সম্প্রদান করার জন্য মারীয়াকে অনুরোধ করলেন। 'আমি তোমাকে যেমন বলেছিলাম, সেই অনুসারে তারা আসবেই; তারা তোমার সামনে স্তবস্তুতি গান করবে ও তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করবে। অতএব তুমি এ খেজুরপাতা গ্রহণ করে নাও।' মারীয়া খেজুরপাতা গ্রহণ করে নিলে দূত আলোর মতই যেন সর্বাঙ্গীন রূপান্তরিত হলেন ও স্বর্গে আরোহণ করলেন।

৯। মারীয়া বাড়ি ফিরে গেলেই হাতে যে গৌরবময় খেজুরপাতা রাখছিলেন তার জন্য বাড়িটা কম্পান্বিত হল। সূর্যাস্ত হলে তিনি নিজের গোপন কক্ষে গিয়ে সেখানে খেজুরপাতাকে বিছানার কাপড়ের উপরে সঁপে দিলেন। পরে বস্ত্র ছেড়ে ও জল তুলে দেহ ধৌত করলেন, এবং এই 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চরণ করে অন্য বস্ত্র পরিধান করলেন:

১০। 'হে স্বর্গের অপরূপ চিহ্ন, তুমি আমাকে মনোনীত করার জন্য ও আমাতে বসবাস করার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলে। আমি তোমার ও আমার সদৃশদের ও আমার সেই গ্রহীতাদের স্তুতি করি; তোমাকে ঊর্ধ্বে তুলে নেবার জন্য তাঁরাও অদৃশ্যময় ভাবে তোমার পূর্বে বের হয়েছিলেন।

আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে তোমার দেহের অঙ্গগুলো বুনে বুনে গড়ার জন্য আমাকে নিপুণ ভাবে পরিমাপ করেছিলে ও তোমার কথামত আমাকে তোমার বাসরের চুম্বনের যোগ্য বলে গণ্য করেছিলে।

আমি তোমার স্তুতি করি, কেননা আমাকে সিদ্ধতম এউখারিস্তিয়ার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে ও 'ধন্য' স্তুতির অর্ঘ্যের সহভাগী করা হয়েছে যা সর্বজাতির পাথেয়স্বরূপ (ক)।

১১। আমি তোমার স্তুতি করি, যেন তুমি আমাকে সেই বস্ত্র প্রদান কর যা আমাকে দেবে বলে অঙ্গীকার করেছিলে। তুমি আমাকে বলেছিলে, সেই বস্ত্রে আমি আমার সকল সদৃশদের কাছে জ্ঞাত হব, ও সেই বস্ত্রে তুমি আমাকে সপ্তম স্বর্গে বহন করাবে যেন তোমাতে বিশ্বাসী যারা তাদের সঙ্গে সেই সিদ্ধতম সুগন্ধি আমাকে মঞ্জুর করা হয় যাতে করে আমার সঙ্গে তুমি তাদেরও তোমার রাজ্যে সম্মিলিত কর (ক)। কেননা তুমি গুপ্তজনদের মধ্যে গুপ্ত, অদৃশ্যমান যারা তারাও তোমার কাছে দৃশ্যমান। তুমি তো সেই

গুপ্ত শিখড়, তাই তুমি আবার স্বয়ং পূর্ণতা; হ্যাঁ, তুমি পূর্ণতা [খ]। আমি পূর্বে তোমাকে, ও তোমাতে বিশ্বাসী যারা তাদেরও বেদনায় প্রসব করেছি।'[গ]

১২। 'তোমার কাছে চিৎকার করছে এই যে তোমার মা, তাঁর মিনতি শোন। আমার কণ্ঠে সাড়া দিয়ে আমাকে তোমার মঙ্গল ইচ্ছার পাত্র করে তোল। যখন আমি দেহ থেকে বের হব, তখন যেন কোনও প্রতাপ আমার কাছে এগিয়ে না আসে; তুমিই বরং তা-ই সাধন কর যা সেসময়ে আমাকে বলেছিলে যখন তোমার সামনে কাঁদতে কাঁদতে আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমাকে এমনটা দাও যেন সেই প্রতাপগুলো এড়াতে পারি যেগুলো আমার আত্মাকে আক্রমণ করে। তুমি কথা দিয়েছিলে, হে আমার মাতা মারীয়া, কেঁদো না। তোমার কাছে দূতেরাও এগিয়ে আসবে না, মহাদূতেরাও নয়, খেরুবগণও নয়, সেরাফগণও নয়, অন্য কোনও প্রতাপও নয়; স্বয়ং আমিই তোমার আত্মার কাছে কাছে আসব। তাই, যে প্রসব করতে চলেছে, এবার তার জন্য বেদনা এসে গেছে। আমি তোমার ও তোমার সেই তিন সেবাকর্মীর স্তুতি করি যাদের তুমি তিন পথের সেবাকর্মের লক্ষ্যে প্রেরণ করেছ।

আমি তোমার ও সেই চিরন্তন আলোর স্তুতি করি যেখানে তুমি বসবাস কর। তোমার আপন হাত যা কিছু রোপণ করেছিল, আমি সেই সমস্ত কিছুর স্তুতি করি: তা চিরকালস্থায়ী। পবিত্র, পবিত্রই তিনি যিনি পবিত্রজনদের মাঝে বিশ্রাম করেন। আমার মিনতির কণ্ঠ শোন।'

আত্মীয়দের আগমন

১৩। এসমস্ত কথা বলে মারীয়া বেরিয়ে গিয়ে বাড়ির দাসীকে আজ্ঞা দিলেন, 'আত্মীয়স্বজনদের ও আমাকে চেনে যারা তাদের ডেকে বলবে, মারীয়া তোমাদের ডাকছে।' দাসী আজ্ঞামত তাঁদের ডাকতে গেল, আর তাঁরা এলে মারীয়া বললেন, 'পিতা ও ভ্রাতা সকল, আসুন, শুভকর্ম সাধনে ও জীবনময় ঈশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা একে অন্যকে সহায়তা করি। কেননা আগামীকাল আমি দেহত্যাগ করব আমার চিরন্তন বিশ্রামের উদ্দেশে। তাই আপনারা উঠে আমার প্রতি মহা অনুগ্রহ দেখান। আপনাদের কাছে আমি সোনা বা রুপো যাচনা করছি না, কেননা এসবকিছু অসার ও ক্ষয়শীল। আমার জন্য

কেবল এ অনুগ্রহই যাচনা করছি: আমি আপনাদের যা যা বলতে যাচ্ছি তা-ই পালন করুন ও এ দুই দিন ও দুই রাত আমার সঙ্গে থেকে যান। আপনারা প্রত্যেকে সুন্দর একটা প্রদীপ যোগাড় করে এ তিন দিনে তা নিভিয়ে যেতে দেবেন না; এভাবে ইতিমধ্যে আমি, এখান থেকে দূরে যাবার আগে, আপনাদের কাছে আমার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করতে পারব।' আর সবাই মারীয়ার আজ্ঞা পালন করলেন।

১৪। খবরটা মারীয়ার সকল পরিচিতদের ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে পৌঁছল। আপন প্রতিবেশী সকলকে একত্রে আহ্বান করে মারীয়া তাদের বললেন, 'এসো, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করি।' প্রার্থনা শেষে সবাই আসন গ্রহণ করে আপন মাতার দ্বারা ঈশ্বর যে যে মহাকীর্তি, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ সাধন করেছিলেন সেবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করল।

যোহনের আগমন

১৫। মারীয়া প্রার্থনা করতে করতে 'আমেন' উচ্চারণ করছেন এমন সময়ে দেখ, যোহন মেঘবাহনে এসে হাজির হন। তিনি তাঁর দরজায় ঘা দিয়ে দরজাটা খুলে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে দেখে মারীয়া অন্তরে আলোড়িত হলেন, ও চোখের জল সামলাতে না পেরে ও নিজের তীব্র কষ্টের কারণে নীরব থাকতে না পেরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পিতা যোহন, গুরুদেবের বাণী স্মরণ কর। স্মরণ কর সেই কথা যা তিনি আমার জন্য সেইদিন তোমার কাছে যাচনা করেছিলেন যে দিনে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন বিধায় আমি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলাম, তুমি চলে যাচ্ছ; কিন্তু কার হাতে আমাকে তুলে দিতে যাচ্ছ? আমি কার ঘরে বসবাস করব? হ্যাঁ, তুমি সেখানে ছিলে, ও 'যোহন তোমার দেখাশোনা করবে' তাঁর এই উত্তর তুমি শুনেছিলে। তাই, হে পিতা যোহন, আমার জন্য যে যে আদেশ তুমি পেয়েছিলে তা ভুলে যেয়ো না। তিনি যে অন্যান্যদের চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালবাসতেন, একথাও স্মরণ কর। এবং একথাও স্মরণ কর যে, তুমি তাঁর বুকের দিকে মাথা কাত করলে তিনি কেবল তোমাকেই রহস্যটা প্রকাশ করেছিলেন; এমন রহস্য যা তুমি ও আমি ছাড়া অন্য কেউই জানে না; তুমি

মনোনীত কুমার বলেই তা জান; আমি তা জানি যেহেতু তিনি আমাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিলেন না, কেননা আমিও তাঁর কাছাকাছি রয়েছি। সেসময় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যোহনকে যা যা তুমি জানিয়ে দিয়েছ, তা আমাকেও বল; আর তিনি তোমাকে তা-ই বলেছিলেন যা তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলে। অতএব, হে পিতা যোহন, আমাকে একা ফেলে রেখো না।'

১৬। পরে মারীয়া শান্ত মনোভাবে ও নীরবে কাঁদলেন; তাতে যোহন নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁর মন বিচলিত হল, তিনি তাঁকে কিছু না কিছু বলার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি তখনও জানতেন না, মারীয়া দেহত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। তখন যোহন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হে আমার ভগিনী মারীয়া, তুমি যে সেই বারোটা শাখার মাতা হয়েছ, তুমি কী ইচ্ছা করছ? তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে? তোমার রান্না-বান্নার জন্য আমার দাসকে তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তুমি কি চাও আমি আমার প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করব? তিনি তো আমাদের এ স্পষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সারা জগৎ জুড়ে পরিভ্রমণ কর যতদিন না জগতের পাপ হরণ করা না হয়। সুতরাং, মারীয়া, আমাকে বল; তোমার কীসের অভাব?'

১৭। মারীয়া উত্তরে বললেন, 'পিতা যোহন, আমি এজগতের কোন কিছুই ইচ্ছা করছি না; আমি আগামীকালের পর দিন এদেহ থেকে বের হব। পিতা যোহন, অনুগ্রহ দেখিয়ে আমার দেহের উপর নজর রাখ, একটা কবরে তা সঁপে দাও, ও তোমার ভাই সেই প্রেরিতদূতদের সঙ্গে প্রধান যাজকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমি নিজের কানেই তাদের একথা বলতে শুনেছিলাম, আমরা তার দেহটাকে খুঁজে পেলে তা পুড়িয়ে দেব, কেননা তারই থেকে সেই প্রতারক (ক) বেরিয়ে এসেছিল।'

১৮। 'আমি এদেহ থেকে বের হব' মারীয়ার একথা শুনে যোহন তাঁর পায়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'প্রভু, আমরা এমন কারা যে তেমন দুর্দশার পাত্র হব? আমরা প্রথমকালের ক্লেশ এখনও ভুলিনি (ক), আর দেখ, নতুন একটা আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। কেন এই আমিই বরং দেহ থেকে বের হব না, আর তুমিই, মারীয়া, আমার সহায়তা করবে?'

১৯। যোহনের তেমন কথা শুনে ও তাঁর কান্নার সম্মুখীন হয়ে মারীয়া উপস্থিত সকলকে নীরব থাকতে অনুরোধ করলেন; এবং তাঁকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একথা বললেন, 'পিতা যোহন, আমার প্রতি ধৈর্যশীল হও। এক মুহূর্তের জন্য কান্না বন্ধ কর, যাতে দূত আমাকে যা বলেছেন আমি সেবিষয়ে তোমাকে অবগত করতে পারি।' যোহন অশ্রুজল মুছলে মারীয়া বলে চললেন, 'আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসে লোকদের সামগীতি গাইতে বল।' আর তারা সামগীতি গাইতে গাইতে মারীয়া যোহনকে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে সেই প্রার্থনার কথা জানিয়ে দিলেন যা দূত তাঁকে দিয়েছিলেন।

২০। তিনি একটা ছোট বাক্স বের করলেন যাতে একটা লিপি ছিল, এবং বললেন, 'পিতা যোহন, এ পুঁথি নাও, এতেই সেই রহস্য ছিল। গুরুদেবের বয়স যখন পাঁচ বছর, তিনি তখন বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত কিছু প্রকাশ করেছিলেন, ও বারোজন সেই তোমাদেরও তিনি সেই বাক্সে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।'(ক) মারীয়া যোহনকে তাঁর নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বস্ত্র ও নিজের কক্ষে যা কিছু ছিল তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'পিতা যোহন, এ বড় বাড়িতে আমার যে কী কী আছে তা তুমি সবই জান, অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বস্ত্র ও দু'টো পরিচ্ছদ ছাড়া এঘরে আর কিছুই নেই। এখানে দু'টো বিধবা মহিলা রয়েছে; আমি দেহ থেকে বের হলে পর তুমি এক একজনকে একটা করে পরিচ্ছদ দেবে।'

২১। পরে তিনি যোহনকে সেই স্থানে নিয়ে গেলেন যেখানে দূতের দেওয়া সেই খেজুরপাতা ছিল যা প্রেরিতদূতদের বহন করার কথা। তাঁকে বললেন, 'পিতা যোহন, এ খেজুরপাতা নাও যাতে তোমরা আমার আগে আগে তা বহন করে চলতে পার। এলক্ষ্যেই তো তা আমাকে দেওয়া হয়েছিল।' যোহন তাঁকে বললেন, 'হে আমার মাতা ও ভগিনী মারীয়া, প্রেরিতদূতদের অনুপস্থিতিতে আমি একা তা নিতে পারব না। এমনটা না হোক যে, তাঁরা হঠাৎ করে এলে আমাদের মধ্যে বচসা ও মনকষাকষি হয়। আমার চেয়ে বড় একজন আছেন যাঁকে আমাদের উপরে দেওয়া হয়েছে। আমরা একবার পুনর্মিলিত হলে তবেই আমাদের ত্রাণকর্তার মঙ্গল ইচ্ছা আপনা আপনি প্রকাশ পাবে।'

প্রেরিতদূতদের আগমন

২২। তাঁরা দু'জনে বের হলেন। তাঁরা কক্ষটা ছেড়ে যেতে যেতেই হঠাৎ দেখ, আকস্মিক একটা বজ্রনাদের ধ্বনি সেই স্থানে উপস্থিত সকলকে কম্পান্বিত করল। বজ্রনাদের প্রচন্ড আওয়াজ কেটে গেলে, ওই দেখ, পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে মেঘবাহনে আনা প্রেরিতদূতদের মারীয়ার দরজার সামনে নামিয়ে দেওয়া হল। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন এগারোজন, ও এক একজন এক একটা মেঘের উপরে আসীন ছিলেন। প্রথমজন ছিলেন পিতর; দ্বিতীয়জন ছিলেন পল, তিনিও একটা মেঘের উপরে আসীন ছিলেন কেননা তাঁকেও প্রেরিতদূতদের সংখ্যায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। বাস্তবিকই সেসময় তিনি ছিলেন প্রাথমিক ঈশ্বর-বিশ্বাসের অধিকারী। তাঁদের পরে, ঈশ্বরের সহায়তা গুণে অন্যান্য প্রেরিতদূতও মারীয়ার দরজার সামনে নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা একে অন্যকে অভিবাদন জানিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন; তাঁরা যে হঠাৎ করে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন নিজেদের মধ্যে এর কারণ জিজ্ঞাসা করছিলেন।

প্রার্থনা

২৩। পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, 'ভাই সকল, আমাদের একত্রিত করেছেন যিনি, এসো, আমরা সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি; এজন্যও প্রার্থনা করি কারণ আমাদের প্রাণের আনন্দ যিনি, সেই পলও আমাদের মাঝে উপস্থিত। ভ্রাতৃগণ, সত্যিই নবীর বচন পূর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ তাঁরই বাণী পূর্ণ হয়েছে যিনি বলেন, ভাইদের জন্য একত্রে বাস করার চেয়ে মধুর ও সুন্দর কিছুই নেই।'

পল পিতরকে বললেন, 'যে বচন তুমি বেছে নিয়েছ তা সত্যিই বিচক্ষণ, আমি তো তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নই ছিলাম, আর এখন দেখ, আমি প্রেরিতদূতদের সঙ্গে মিলিত রয়েছি।'

পিতর প্রার্থনা করার প্রস্তাব দিলে প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, এসো, প্রার্থনা করি যেন জানতে পারি ঈশ্বর কেন আমাদের একত্রিত করেছেন।' এবং প্রার্থনাটা অর্পণ করার সম্মান একে অন্যের উপর ছেড়ে দিচ্ছিলেন। পরে তাঁরা পিতরকে বললেন,

‘পিতা পিতর, আমাদের উপরে তোমাকেই স্থাপন করা হয়েছে; তাই আমাদের চেয়ে তোমারই প্রার্থনা অর্পণ করার অধিকার আছে।’ পিতর তাঁদের বললেন, ‘হে আমাদের ঈশ্বর ও পিতা, হে আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট, আমরা তোমাদের সম্মান দেখাই যেইভাবে তোমরা আমার উপর ন্যস্ত এ সেবা-পদ সম্মানিত করেছ। এতে আমাকে আশীর্বাদ কর, কেননা এটিই তোমাদের কাছে অবশ্য প্রীতিকর।’

২৪। তারপর হাত দু’টো প্রসারিত করে তিনি বলতে লাগলেন, ‘খেরুবদের বাহনে সমাসীন হে ঈশ্বর প্রভু, তুমি ঊর্ধ্বলোকে আসীন হয়ে (ক) অতল গহ্বর তলিয়ে দেখ, তুমি অগম্য আলো-নিবাসী, সেই এওনের আরামে, সেই গুপ্ত রহস্যেই তুমি নিবাসী যেখানে ত্রাণদায়ী ক্রুশ প্রকাশিত হয়েছিল। আমরাও তেমন রহস্যময় কর্ম সম্পাদন করে থাকি, কেননা ক্রুশের অতলান্ত জ্ঞান দ্বারা আরাম পাবার জন্য আমরা ক্রুশের আকারেই হাত দু’টো উত্তোলন করি। কেননা তুমিই শ্রান্ত অঙ্গের আরাম, তুমিই শ্রমের শেষ সীমা নির্ধারণ করে থাক, তুমিই গুপ্ত যত ধন অনাবৃত কর (খ), তুমিই আমাদের অন্তরে তোমার মঙ্গলময়তা সঞ্চার করেছ। তোমার পিতার মত মঙ্গলময় ঈশ্বর কি আছে? তুমি তো আমাদের অন্তর থেকে তোমার মানবপ্রেম সরিয়ে নাও না। তোমার মত দয়াবান, তোমার পিতার মত মঙ্গলময় এমন কেউ কি আছে? তিনি তো তাঁর সকল বিশ্বাসীকে অনিষ্ট থেকে নিস্তার করেছেন।

২৫। তোমার ইচ্ছা যত লালসা জয় করেছে; তোমাতে উৎসারিত বিশ্বাস মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, তোমার সুরূপ বাহ্যিক যত সুদর্শন চেহারা জয় করেছে, তোমার বিনম্রতা যত অহঙ্কার ভূমিসাৎ করেছে। তুমি সেই জীবনময়, তুমি সেই মৃত্যুঞ্জয়, তুমি আমাদের সেই আরাম যা মৃত্যুকে উচ্ছেদ করেছে, তুমি তোমার নিজের দয়ার গৌরব, এমন গৌরব যা সত্যকার পিতার আত্মা দ্বারা প্রেরিত (ক)। ইম্মানুয়েল, ইম্মানুয়েল, মারানাথা (খ), এখন ও চিরকাল ধরে। আমেন।’

যোহনের বক্তব্য

২৬। ‘আমেন’ উচ্চারিত হলে পিতর ও আন্দ্রিয় নিজেদের আলিঙ্গন করলেন। যোহন সকলের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বলছিলেন, ‘সবাই আমাকে আশীর্বাদ কর।’

সবাই নিজ নিজ পদ অনুসারে একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গনের পর পিতর ও আন্দ্রিয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভুর প্রিয়জন হে যোহন, তুমি কেমন করে এসে পৌঁছেছ? কত দিন হল তুমি এখানে আছ?' যোহন তাঁদের বললেন, 'একটু শোনো আমার কী না ঘটেছে। ত্রাণকর্তা-বিশ্বাসী আটাশ শিষ্যের সঙ্গে আমি সার্দিস শহরে (ক) থাকতেই হঠাৎ করে একটা মেঘ দ্বারা আমাকে তাদের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল; তখন বিকেল তিনটে। আমরা যেখানে ছিলাম, সেই স্থানে একটা মেঘ নেমে এসে আমাকে কেড়ে নিয়ে এখানে নিয়ে এল। আমি দরজায় ঘা দিলে আমার জন্য দরজাটা খুলে দেওয়া হল আর আমি বিপুল এক জনতাকে পেলাম যারা আমাদের মাতা মারীয়াকে ঘিরে রাখছিল; তিনি বলছিলেন, আমি দেহত্যাগ করতে চলেছি। আমি তাঁর চারদিকের ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সামলাতে পারলাম না, ও আমার কান্না তীব্রতর হয়ে উঠল।

২৭। আর এখন, হে আমার ভাই সকল, আগামীকাল, তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর, যখন তোমরা বেরিয়ে যাবে, তখন কাঁদবে না পাছে তিনি উদ্বিগ্ন হন। একথাই আমাদের গুরুদেব আমার কাছে তখনই প্রকাশ করেছিলেন যখন ভোজের সময়ে আমি তাঁর বুকের দিকে মাথা কাত হয়েছিলাম (ক)। এমনটা হতে পারে যে, আশেপাশের লোকেরা আমাদের কান্না দেখে মনে মনে সন্দিগ্ধ হয়ে বলবে, এরাও মৃত্যুকে ভয় পায়। আমরা বরং এসো, সেই প্রিয়জনের কথায় একে অন্যকে সাহস যোগাই।'

মারীয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

২৮। তখন প্রেরিতদূতেরা মারীয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে সবাই মিলে বললেন, 'হে আমাদের ভগিনী, হে সকল পরিত্রাণকৃতদের মাতা মারীয়া, প্রভুর অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক।'(ক) তাঁদের দেখা মাত্র মারীয়া আনন্দে ভরপূর হয়ে বলে উঠলেন, 'অনুগ্রহ তোমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুক। আর কেমন করে তোমরা সবাই একমত হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছ? কেননা আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমরা একত্রিত।'

তাঁরা বর্ণনা করলেন কেমন করে এক চোখের নিমেষে সমস্ত অঞ্চল থেকে তাঁদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। এক একজন সেই সেই অঞ্চলের নাম উল্লেখ করলেন যা থেকে

তাঁকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। পরে, পিতর থেকে শুরু করে পল পর্যন্ত সবাই মারীয়ার ডান হাত ধরে বললেন, 'সকলের ত্রাণকর্তা যিনি, সেই প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।'

২৯। মারীয়া আত্মায় উল্লসিত হয়ে বললেন, 'সমস্ত 'ধন্য' স্তুতিবাদের ঊর্ধ্বে যে তুমি, আমি তোমাকে ধন্য বলি; আমি তোমার গৌরবের যত আবাস ধন্য বলি; আমি আলোর সেই মহান খেরুবকে ধন্য বলি যিনি আমার গর্ভে তোমার নিবাস হয়েছিলেন (ক); আমি তোমার হাতের সমস্ত কর্ম ধন্য বলি, সেই যে কর্মসকল তোমার প্রতি বাধ্য ও সম্পূর্ণরূপে তোমার অধিনস্থ; আমি তোমার সেই ভালবাসা ধন্য বলি যে ভালবাসায় তুমি আমাদের ভালসেবেছ; আমি সেই পরাক্রান্ত বাণী ধন্য বলি যা তোমার শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে আমাদের কাছে সত্যময় ভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে। কেননা তুমি আমাকে যা কিছু বলেছ তা পূর্ণতা লাভ করবে এ আমার বিশ্বাস। তুমি আমাকে বলেছিলে, যখন তুমি দেহ থেকে বের হবে, তখন আমি সকল প্রেরিতদূতকে তোমার কাছে প্রেরণ করব। আর দেখ, তাঁরা এখানে একত্রিত, আর আমি তাঁদের মাঝে ফলবতী আঙুরলতার মত রয়েছি, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম ও তুমি আঙুরলতা স্বরূপ হয়ে তোমার দূতদের মাঝে থেকে শত্রুর সমস্ত কর্ম শেকলাবদ্ধ করছিলে। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে ধন্য বলি, কেননা তুমি আমাকে যা কিছু বলেছিলে তা পূর্ণ হল। কেননা তুমি বলেছিলে, যখন তুমি দেহ থেকে বের হবে, তখন আমাকে ও আমার সঙ্গী প্রেরিতদূতদের দেখতে পাবে; আর এই যে, প্রভু, তাঁরা সবাই মিলে এখানে একত্রিত রয়েছেন।'

৩০। একথা বলতে বলতে মারীয়া পিতর ও সকল প্রেরিতদূতকে ডাকলেন। তাঁদের তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বস্ত্র তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। তারপর বের হয়ে তিনি তাঁদের মাঝে আসন নিলেন। যে যে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল, সেসময় থেকে সেগুলোকে আর নিভিয়ে যেতে দেওয়া হল না। মারীয়া ঠিক তাই তাঁদের আদেশ করেছিলেন।

মৃত্যুর অপেক্ষায় জাগরণী

পরদিন, সূর্যাস্তের পরে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের মধ্যকার রাতে পিতর প্রেরিতদূতদের বললেন, 'ভাই সকল, উপদেশমূলক বাণীর মত কারও কিছু থাকলে সে এই জনতাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে সারা রাত ধরে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবাধে কথা বলুক।' প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'তোমার চেয়ে প্রজ্ঞাবান কেই বা আছে? তোমার উপদেশ শুনতে আমরা খুশি।'

৩১। তখন পিতর এভাবে কথা বলতে লাগলেন, 'ভাই সকল, ও আমাদের মাতা মারীয়ার প্রতি অনুগ্রহ দেখাবার জন্য যারা এই ক্ষণে এখানে প্রবেশ করেছ, তোমরা সকলেও: দৃশ্যমান এমর্তের আগুনে জাজ্বল্যমান এ প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে তোমরা শুভ একটা সেবাকর্ম সম্পাদন করেছ। আমারও ইচ্ছা, যেন প্রতিটি কুমারী স্বর্গের অশরীরী আকাশপর্দায় নিজ নিজ প্রদীপ গ্রহণ করে নেয়। এটিই গৌরবমণ্ডিত মানুষের ত্রি-সলতে-বিশিষ্ট প্রকৃত প্রদীপ যা আমাদের দেহ, মন ও প্রাণ (ক)। যে আগুনের জন্য তোমরা সংগ্রাম করে থাক, এ সলতে তিনটে সেই প্রকৃত আগুনে জ্বললে তবে বিবাহভোজে প্রবেশ করার সময়ে তোমরা লজ্জাবোধ করবে না ও বরের সঙ্গে (খ) আরাম পাবে। ঠিক তাই ঘটছে আমাদের মাতা মারীয়ার বেলায়। তাঁর প্রদীপের আলোতে সারা বিশ্ব পূর্ণ হয়েছিল ও যুগান্ত না হওয়া পর্যন্ত তা নিভবে না, তেমন ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষী যারা তারা যেন তাঁর কাছ থেকে ভরসা পায়, ও তোমরা যেন আরামের আশীর্বাদেরও পাত্র হতে পার। সুতরাং, ভাই সকল, সংগ্রাম কর, এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যে, এটা চিরকালস্থায়ী একটা আবাস নয়।'

মারীয়ার মৃত্যু

৩২। লোকদের সান্ত্বনা দান করে পিতর কথা বলছেন এমন সময় ভোর এল ও সূর্যের উদয় হল। মারীয়া উঠে বাইরে গিয়ে সেই প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন যা দূত তাঁকে দিয়েছিলেন। প্রার্থনার পরে তিনি আবার ভিতরে গেলেন ও বিছানায় শুয়ে আপন মর্ত-দায়িত্বভার সমাধা করলেন। পিতর বসে ছিলেন তাঁর মাথার ধারে, যোহন তাঁর পায়ের ধারে, ও অন্যান্য প্রেরিতদূত তাঁর খাটিয়া ঘিরে।

৩৩। সকাল ন'টার দিকে প্রকাণ্ড বজ্রনাদ (ক) নিনাদিত হল ও এমন মধুময় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল যার তীব্রতায় বাকি সবাই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল; কেবল সেই তিনজন কুমারী জাগ্রত থাকল (খ)। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে প্রভুর মাতা মারীয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য ও তাঁর গৌরবার্থে তারা উপস্থিত থাকে।

আর ওই দেখ, মেঘপুঞ্জের (গ) উপরে পবিত্র দূতবাহিনীর অগণন ভিড়ের সঙ্গে হঠাৎ করে স্বয়ং প্রভু হাজির হলেন। তিনি মিখায়েল ও গাব্রিয়েলকে সঙ্গে করে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন যেখানে মারীয়া ছিলেন; ইতিমধ্যে বাইরে, কক্ষটাকে ঘিরে দূতগণ স্তবস্তুতি গান করছিলেন। প্রবেশ করে ত্রাণকর্তা মারীয়ার চারপাশে প্রেরিতদূতদের দেখতে পেয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন।

৩৪। তখন মারীয়া মুখ খুলে এ 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, 'আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি তোমার দেওয়া কথা রক্ষা করে আমার প্রাণকে শোকার্ত করনি। তুমি তো কথা দিয়েছিলে, কোনও দূতকে তুমি আমার আত্মার কাছে আসতে দেবে না ও নিজেই আমার আত্মার কাছে আসবে। আর দেখ, প্রভু, ঠিক তোমার কথামতই আমার প্রতি হচ্ছে। কিন্তু নিম্নাবস্থার এই আমি এমন কে যে তেমন গৌরবের যোগ্য বলে গণ্য?' এবং তাই বলে তিনি প্রভুর প্রতি হাসিমুখ (ক) ফিরিয়ে আপন মর্ত-দায়িত্বভার সমাধা করলেন।

মৃত্যুর পরে

৩৫। প্রভু তাঁকে চুম্বন করে তাঁর পবিত্র আত্মাকে তুলে মিখায়েলের হাতে সঁপে দিয়ে সেই আত্মাকে এমন কতগুলো চামড়ায় বেষ্টিত করলেন যার প্রকৃত দীপ্তি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রেরিতদূত এই আমরা দেখতে পেয়েছি, মারীয়ার যে আত্মাকে মিখায়েলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল নিখুঁৎ মানবীয় অবস্থায়, পুরুষ বা নারীর স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিহীন, আত্মার শুধু ছিল যেকোন দেহের সঙ্গে সাধারণ সাদৃশ্য কিন্তু ছিল সাতগুণ অধিক দীপ্তিময় (ক)।

৩৬। ত্রাণকর্তা পিতরকে বললেন, 'আমার আবাস মারীয়ার সেই দেহ সুরক্ষিত রাখ। শহরের বাঁ পাশে বেরিয়ে তুমি নতুন একটা কবর (ক) দেখতে পাবে। সেইখানে

দেহখানিটা রাখ, ও তোমরা সবাই সেটার পাশেপাশে থাক যতক্ষণ না আমি তোমাদের বলব।' ত্রাণকর্তার এ বিবৃত কথা শেষে মারীয়ার দেহ বলে উঠল, 'হে গৌরবের রাজা (খ), আমার কথা মনে রেখ; মনে রেখ আমি তোমারই সৃষ্টজীব; মনে রেখ, আমার কাছে ন্যস্ত করা ধন আমি রক্ষা করেছি।' এবং দেহটাকে প্রভু বললেন, 'হে আমার মণিমুক্তা, হে আমার অক্ষুণ্ন ধন, আমি তোমাকে একা ফেলে রাখব না। না, সীলমোহরযুক্ত এ ধন আমি কখনও একা ফেলে রাখব না যতক্ষণ সেটার অনুসন্ধান করা না হয়।'(গ) আর এভাবে তিনি এক নিমেষেই ঊর্ধ্বে চলে গেলেন।

জঘন্য সেই অপপ্রচেষ্টা

৩৭। পিতর, যোহন ও অন্যান্য প্রেরিতদূত জেগে থাকলেন ও সেই তিনজন কুমারী মারীয়ার দেহখানির উচিত যত্ন নিল, ও সেটাকে একটা খাটিয়ায় সঁপে দিয়ে অন্যান্য সকলকে জাগিয়ে তুলল। সেই খেজুরপাতা হাতে নিয়ে পিতর যোহনকে বললেন, 'যোহন, তুমি তো কুমার, তাই খাটিয়ার আগে আগে গান করা ও খেজুরপাতা বহন করা তোমারই অধিকার।' যোহন তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাদের পিতা ও আমাদের বিশপ; স্থানে না গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত খাটিয়ার আগে আগে চলা তোমারই অধিকার।' পিতর উত্তর দিলেন, 'আমরা কেউই যেন মনঃক্ষুণ্ন না হই, এসো, আমরা সেই খেজুরপাতা দিয়ে খাটিয়াটা ঘিরে রাখি।' প্রেরিতদূতগণ উঠে মারীয়ার খাটিয়াটা বয়ে চললেন। পিতর 'ইস্রায়েল মিশর থেকে বেরিয়ে গেল (ক); আল্লেলুইয়া' সামগীতি গান করলেন।

৩৮। আগে আগে, খাটিয়ার কিছুটা দূরে মেঘপুঞ্জের উপরে ত্রাণকর্তা ও দূতগণ এগোচ্ছিলেন; তাঁরা অদৃশ্য অবস্থায় সামগীতি গান করছিলেন। কেবল অগণন ভিড়ের কণ্ঠস্বরই শোনা যেতে পারছিল বিধায় গোটা যেরুশালেম বের হল।

তেমন প্রচণ্ড আওয়াজ ও স্তবস্তুতির কণ্ঠস্বর শুনে প্রধান যাজকেরা আলোড়িত হলেন; তাঁরা বললেন, 'এ প্রচণ্ড আওয়াজ কী?' কেউ না কেউ উত্তরে বলল, 'মারীয়া দেহত্যাগ করেছেন ও প্রেরিতদূতেরা তাঁকে ঘিরে স্তবস্তুতি গাইছেন।' আর সহসা শয়তান তাঁদের অন্তরে ঢুকল। তারা বলল, 'ওঠ, বেরিয়ে পড়ে প্রেরিতদূতদের হত্যা করি, ও সেই যে দেহ সেই প্রতারককে (ক) বহন করল তা পুড়িয়ে দিই।' তারা তখনই উঠে

প্রেরিতদূতদের হত্যা করার লক্ষ্যে তখনই অস্ত্রশস্ত্র (খ) ও প্রতিরক্ষার উপায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

৩৯। কিন্তু অদৃশ্যমান দূতগণ সাথে সাথে তাদের অন্ধতা-আঘাতে (ক) আঘাত করলেন; তাতে তারা নগরপ্রাচীরের গায়ে ছুটে নিজেদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করছিল। মহাযাজক বাদে বাকি সকলে আর দেখতে পাচ্ছিল না তারা কোন দিকে যাচ্ছিল। আর সেই মহাযাজক কি ঘটছে তা দেখবার জন্য বের হয়ে প্রেরিতদূতদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যখন দেখলেন, তাঁরা স্তবস্তুতি গানে গানে মাল্যভূষিত খাটিয়া বহন করছেন, তখন ক্রোধে পূর্ণ হয়ে বলে উঠলেন, 'ওই যে! আমাদের বংশকে যে বিবস্ত্র করেছে, আজ তার আবাস কেমন গৌরবের বস্তু হচ্ছে।' এবং ক্রোধে পূর্ণ হয়ে খাটিয়াটা উল্টিয়ে দেবার ইচ্ছায় সেটার দিকে ছুটে গেলেন। তিনি খাটিয়াকে সেই স্থানে ধরলেন যেখানে ছিল সেই খেজুরপাতা। কিন্তু তাঁর হাত দু'টো কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খাটিয়ার গায়ে লেগে গেল আর সেইখানে ঝুলতে থাকল।

৪০। তেমন অবস্থায় বেচারা কান্নায় ভেঙে পড়ে আকুতি-মিনতি করে প্রেরিতদূতদের এই বলে অনুনয় করছিলেন, 'তেমন দুরবস্থায় আমাকে ফেলে রেখো না। পিতর, আমার পিতার কথা মনে রেখ যখন সেই দ্বাররক্ষিকা তোমাকে বলেছিল, তুমিও এই লোকটার শিষ্য। মনে রেখ, কেমন করে ও কীভাবে এই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম।'(ক) পিতর তাঁকে বললেন, 'তোমার সহায়তায় আসার অধিকার আমার নেই, এদেরও কারও নেই। কিন্তু, তোমরা যাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিলে ও গ্রেপ্তার করিয়ে যাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলে, তুমি ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুতে বিশ্বাস রাখ (খ); তবেই এ শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারবে।'

৪১। যেফোনিয়াস উত্তরে বললেন, 'আমরা যে সেসময় বিশ্বাস করিনি তা বলা যায় না। আসলে আমরা নিশ্চিত হয়ে জানি তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যখন অর্থলালসা আমাদের চোখ অন্ধ করে ফেলেছিল তখন আমাদের কী করার ছিল? যখন আমাদের পিতৃপুরুষেরা মারা গেছিলেন, তখন তাঁরা আমাদের ডেকে বলেছিলেন, সন্তান, ঈশ্বর সকল গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এই জনগণকে শাসন করার জন্য, ও অর্থদান ও প্রথমাংশ গ্রহণ করার জন্য আমাদেরই বেছে নিয়েছিলেন। সতর্ক থাক, পাছে আমাদের

কারণে এস্থান ধনপ্রাচুর্যে ভরে ওঠে ও তোমরা এস্থানে অর্ঘ্য নিয়ে ব্যবসা কর। ঈশ্বর নিজের ক্রোধ ছাড়িয়ে দেবেন, তোমরা তেমন কিছুর কারণ না হয়ে বরং যেন তোমাদের বাড়তি থেকে তা গরিব ও এতিমদের দান কর। অথচ আমরা তাঁদের কথায় কান দিলাম না, এবং এ দেখে যে, স্থানটা মহাপ্রাচুর্যেই ছিল আমরা মন্দিরে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের টেবিল না দেখার ভান করেছিলাম। ঈশ্বরের পুত্র পবিত্রধামে প্রবেশ করে সকলকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন, আমার পিতার গৃহকে তোমরা একটা ব্যবসার ঘর করো না (ক)। যখন আমরা দেখলাম আমাদের প্রথা তাঁর দ্বারা বাতিল করা হচ্ছে, তখন আমরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা আমাদের নিজেদের জন্য অমঙ্গলকর; তাই তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র একথা জানা সত্ত্বেও আমরা তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিলাম। তথাপি তোমরা এখন আমাদের ভুল ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা কর। যা কিছু হয়েছে তা হলো আমার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ আমি যেন জীবন পেতে পারি।'

৪২। পিতর খাটিয়া নামাতে আদেশ করে উত্তরে বললেন, 'তুমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করলে তবে এগিয়ে এসো ও এই বলে মারীয়ার দেহখানি চুম্বন কর, হে কুমারী ঈশ্বরজননী, হে শুচি মাতা, আমি বিশ্বাস করি; ও তোমা হতে জন্ম নিলেন যিনি আমি আমাদের সেই প্রভু ও ঈশ্বরেও বিশ্বাস করি।' তখন মহাযাজক চিৎকার করতে করতে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে লাগলেন ও অশ্রুজলের মধ্যে তিন ঘণ্টা ধরে মারীয়াকে ধন্য বললেন। কোনও মানুষকে খাটিয়া স্পর্শ করতে দিলেন না, এবং পবিত্র শাস্ত্র থেকে ও মোশির পুস্তকগুলো থেকে এমন সাক্ষ্য উপস্থাপন করলেন যেগুলোতে লেখা আছে, মারীয়া ঈশ্বরের মন্দির (ক) ও স্বর্গের দ্বার বলে অভিহিতা হবেন। তিনি যে আশ্চর্য মহাকীর্তির কথা প্রচার করছিলেন, প্রেরিতদূতগণ তা শুনতে পেলেন।

৪৩। পিতর বললেন, 'এগিয়ে এসে তোমার হাত দু'টো আবার জোড়া কর।' যেফোনিয়াস ছুটে এসে সুস্পষ্টভাবে বললেন, 'মারীয়া তাঁরই অমলোদ্ভবা কপোত যিনি নিজের মঙ্গলময়তায় লুক্কায়িত, সেই ঈশ্বরের ও সেই মারীয়ার পুত্র সেই প্রভু খ্রিষ্ট যিশুর নামে (ক), আমার হাত দু'টো নিখুঁৎ ভাবে আবার জোড়া হোক।' আর সাথে সাথে তাঁর হাত দু'টো আগের মত হল।

পিতর তাঁকে বললেন, ‘ওঠ, খেজুরডালের এই যে কচি পাতা আমি তোমাকে দিচ্ছি, তা তুমি নাও। শহরে প্রবেশ করে তুমি এমন বিপুল জনতাকে দেখতে পাবে যারা বের হতে অক্ষম। তোমার যা যা ঘটেছে তুমি তাদের তা বর্ণনা করবে। যে কেউ বিশ্বাস করবে তুমি তার চোখের উপরে এই পাতা দিলে সে সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।’

৪৪। পিতরের আজ্ঞামত যেফোনিয়াস শহরে গিয়ে উঠে অশ্রুসিক্ত এক মহা জনতার সঙ্গে দেখা পেলেন। তারা বলছিল, ‘আমাদের ধিক্। সদোমের যা ঘটেছিল তা আমাদেরও ঘটছে। ঈশ্বর আগে অন্ধতা-আঘাতে তাদের আঘাত করেছিলেন, পরে এমন আগুন নেমে এসেছিল যা তাদের পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের ধিক্। এখন আমরা অন্ধ হয়ে গেছি, পরে আগুন আসবেই।’

যেফোনিয়াস সেই পাতা হাতে ক’রে তাদের উদ্দেশ করে বিশ্বাসের কথা বললেন। যে কেউ বিশ্বাস করল সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

সমাধিদান

৪৫। প্রেরিতদূতগণ মারীয়াকে কবরে বহন করলেন। দেহটা নামিয়ে তাঁরা বসলেন ও প্রভু যেমন তাঁদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই অনুসারে তাঁরা একমত হয়ে তাঁর প্রতীক্ষায় রইলেন।

পল পিতরকে বললেন, ‘পিতা পিতর, তুমি তো জান আমি নবজন্মপ্রাপ্ত (ক), ও খ্রিষ্ট যিশুতে আমার যে বিশ্বাস আমি কেবল তার সূত্রপাতেরই অধিকারী। কেননা গুরুদেবের সঙ্গে আমার এমন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি যাতে তিনি গৌরবময় রহস্যাদি সম্পর্কে আমাকে শিক্ষাদান করেন। আমি শুনেছি, তিনি জৈতুন পর্বতচূড়ায়ই তোমাদের কাছে সেই সমস্ত প্রকাশ করেছিলেন। অনুগ্রহ করে তোমরা সেবিষয়ে আমাকে অবগত কর।’ উত্তরে পিতর পলকে বললেন, তুমি যে খ্রিষ্টবিশ্বাসে এসে পৌঁছেছ তাতে যে আমরা খুবই খুশি একথা স্পষ্ট; কিন্তু আমরা তোমার কাছে সেই রহস্যগুলো প্রকাশ করতে পারি না, তুমিও সেগুলো শুনতে সক্ষম হতে না। তথাপি অপেক্ষা কর; আমরা তিন দিন এখানে থাকব যেইভাবে প্রভু আমাদের বলেছিলেন, আর মারীয়ার দেহ স্থানান্তর করার জন্য তিনি

নিজের দূতবাহিনীর সঙ্গে আসবেন; তখন তিনি ইচ্ছা করলে আমরা সানন্দেই তোমার কাছে সেই রহস্যগুলো প্রকাশ করব।'

আত্মা ও দেহ সহ পরমদেশে মারীয়া

৪৬। তাঁরা কবরের দরজার সামনে বসে নিজেদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব, বিশ্বাস ও অন্য বহু বিষয়ে কথা বলছেন এমন সময়ে স্বর্গ থেকে মিখায়েল ও গাব্রিয়েলের সঙ্গে প্রভু খ্রিষ্ট যিশু এসে হাজির হলেন। তাঁদের মাঝখানে আসন নিয়ে তিনি পলকে বললেন, 'হে আমার প্রিয়পাত্র পল, আমার প্রেরিতদূতগণ সেই গৌরবময় রহস্যগুলো তোমার কাছে প্রকাশ করেনি এজন্য তুমি শোক ক'রো না। সেগুলো আমি তাদের কাছে মর্তে প্রকাশ করেছিলাম, তোমার কাছে তা স্বর্গে শিখিয়ে দেব।'

৪৭। এবং দূতদেরই স্বীয় কণ্ঠে তিনি মিখায়েলকে ইশারা করলেই মেঘপুঞ্জ (ক) তাঁর দিকে নেমে এল। এক একটা মেঘে ছিলেন এক এক হাজার দূত যাঁরা ত্রাণকর্তার সাক্ষাতে গান করতে লাগলেন। প্রভু মিখায়েলকে আদেশ করলেন যেন মারীয়ার দেহকে একটা মেঘে তুলে পরমদেশে স্থানান্তর করা হয়। দেহটাকে উচুঁ করা হলে প্রভু প্রেরিতদূতগণকে নিজের কাছে আসতে বললেন আর তাঁরা সেই মেঘে উঠে দূতদেরই কণ্ঠে স্তবস্তুতি গাইছিলেন। প্রভু মেঘপুঞ্জকে পূব দিকে, পরমদেশ-অঞ্চলের দিকেই চলে যেতে আদেশ করলেন।

৪৮। পরমদেশে গিয়ে পৌঁছে তাঁরা মারীয়ার দেহখানি জীবনবৃক্ষের নিচে নামিয়ে রাখলেন। মিখায়েল মারীয়ার পবিত্র আত্মাকে এনে তা তাঁর দেহে সঁপে দিলেন।

তারপর প্রভু মানুষের মনপরিবর্তন ও পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রেরিতদূতদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। কেননা তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম চিরকাল ধরে। আমেন।

---

* পুরাতন নিয়মের সমস্ত বাক্য গ্রীক সত্তরী বাইবেল থেকে উদ্ধৃত।

২ (ক) প্রভু যিশু 'মহান দূত' বলে অভিহিত কারণ তিনি পিতা ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত। তথাপি তিনি এমন দূত যাঁকে ঈশ্বরের অন্যান্য দূতদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না; বাস্তবিকই তিনি

‘মহান দূত’। সেকালের লেখক তের্তুল্লিয়ানুস ও নোভাতিয়ানুসও প্রভু যিশুকে ‘মহান দূত’ বলে অভিহিত করেন।
প্রকৃতপক্ষে মহান দূতের বেশে যিশু কেবল ৫ অধ্যায়ে মা মারীয়াকে মৃত্যুসংবাদ জানান।

৩ (ক) সেকালের প্রাচীন একটা লেখা অনুসারে (যার নাম অপ্রামাণিক মথি-রচিত সুসমাচার, ২০ অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়), মিশরে পালিয়ে যাবার সময়ে মা মারীয়া, পালক-পিতা যোসেফ ও শিশু যিশু বিশ্রাম করার জন্য একটা খেজুরগাছের নিচে বসেন। মা মারীয়া কিছুটা খেজুর খেতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ফলগুলো অনেক উঁচুতে থাকায় ও সাধু যোসেফ সেগুলো পাড়তে না পারায় শিশু যিশুর আদেশে গাছটা কাত হয় ও সেটার শিখড় থেকে জল উৎসারিত হয়। তারপর এক স্বর্গদূত সেই গাছের একটা পাতা পরমদেশে নিয়ে গেলে সেই পাতা থেকে এমন একটা গাছ গজিয়ে ওঠে যার পাতাগুলো মনোনীতদের জয়চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা।
‘রোমীয় উত্তরণ’ লেখাটা এবর্ণনার উপর কতখানি নির্ভরশীল তা বলা কঠিন; তবু আমরা যদি ধরে নিই, ‘রোমীয় উত্তরণ’ লেখাটা সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করে তবে খেজুরপাতা সেই জয়মালার চিহ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যা মা মারীয়া অল্প দিনের মধ্যে গ্রহণ করতে চলেছেন; কিন্তু প্রেরিতদূতদের পক্ষে তা পাবার সময় এখনও আসেনি, তাঁরা মৃত্যুক্ষণেই তা পাবেন। এইজন্য খেজুরপাতাটা আপাতত একটামাত্র, ও সেটা কেবল মা মারীয়াকে লক্ষ করে।
তাছাড়া, খেজুরপাতা স্বর্গ থেকে আগত হওয়ায় সেটা বিশেষ নিরাময় ও রক্ষা-ক্ষমতার অধিকারী; বাস্তবিকই পাতাটা অনুতপ্ত ইহুদীদের জন্য ঔষধ হয়ে উঠবে (৪৩-৪৪ অধ্যায়) ও পাতাল-যাত্রাকালে ধন্যা মারীয়াকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। ধন্যা মারীয়ার পাতাল-যাত্রা ‘রোমীয় উত্তরণ’-এ ও ‘আউগীয় উত্তরণ’-এ উল্লিখিত নয়, অন্যান্য ‘উত্তরণ’ লেখাগুলোতেই সাধারণত উল্লিখিত।

(খ) ‘আপনার নাম কী?’, যাত্রা ৩:১৩; যুদিথ ১৩:৬,১৭ দ্রঃ। ‘কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ?’, আদি ৩২:২৯ দ্রঃ।

(গ) মাতা মারীয়া সেই নাম জানতে পারবেন ও তা প্রেরিতদূতদেরও জানাতে পারবেন, কিন্তু তা সাধারণ একটা নামের মত জানাবেন না, কেননা যারা বিশ্বাস করে ও মনপরিবর্তন করে তাদের জন্য সেই রহস্যময় নাম হলো পরিত্রাণের নামান্তর, কিন্তু নামটা অবিশ্বাসীদের বিনাশ ঘটাবে (১ যোহন ৩:১৯) কারণ অবিশ্বাসী মানুষ নিজের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের ধৈর্যকে হেয়জ্ঞান করে, মনপরিবর্তন করতে অস্বীকার করে ও লালসাপ্রবণ চালচলনে জীবনযাপন করে (রোমীয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯,১৪)। তেমন অবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের ক্রোধ যাচাই করার ফলে গোটা যেরুশালেমও বিধ্বস্ত হওয়ার সম্মুখীন।

৫ (ক) তাই দূত নিজেই সেই গৌরবের প্রভু (১ করি ২:৮; যাকোব ২:১; সাম ২৪:৭ দ্রঃ) যিনি ধন্যা মারীয়ার সন্তান (৭ অধ্যায় দ্রঃ)। সেই হিসাবে তাঁর ভূমিকা হলো প্রয়োজনীয় অপরূপ কাজ সাধন করা যাতে ঐশপরিত্রাণের সঙ্কল্প সার্থক হয়ে ওঠে। তাছাড়া তিনি স্থানান্তরকারী দূত বলেও আত্মপ্রকাশ করেন অর্থাৎ এভূমিকা অনুসারে তিনি মৃতদের

বিশ্রামস্থানে স্থানান্তরিত করেন; সেজন্য ধন্যা মারীয়ার দেহ মৃত্যুর পরে (৩৬ অধ্যায়) এই গৌরবের রাজাকে অনুনয় করে তিনি যেন তাঁর কথা ভুলে না যান, কেননা গৌরবের রাজা খ্রিষ্টই পাতালদ্বার ভেঙে ফেলার প্রতাপ রাখেন।
এক্ষেত্রে একথা স্মরণযোগ্য যে, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে খ্রিষ্টকে আর 'দূত' বলে অভিহিত করা হবে না, কেননা ইতিমধ্যে এমন ভ্রান্তমতের উদয় হয়েছিল যা খ্রিষ্টকে সাধারণ দূত বলে প্রচার করছিল।

১০ (ক) ধন্যা মারীয়া প্রার্থনা করেন যেন তিনি সেই স্বর্গীয় এউখারিস্তীয় ভোজে অংশ নিতে পারেন যা সকল জাতির মানুষের জন্যও আয়োজিত ও অর্পিত, কেননা তাঁর সন্তান যিশুর রক্ত সকলেরই পরিত্রাণার্থে পাতিত হয়েছিল (লুক ২২:১৬, ১৮, ১৯, ২০ দ্রঃ)। এপদে উল্লিখিত 'ধন্য' স্তুতির অর্ঘ্যটা হলো সেই খোদ এউখারিস্তিয়া যা খ্রিষ্টের রাজ্যে সিদ্ধতর ভাবে উদ্‌যাপিত।

১১ (ক) নতুন বস্ত্র বলতে সেই নতুন মানুষ বোঝায় যে মানুষ ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দা; তাই ধন্যা মারীয়া সেই নতুন বস্ত্রে পরিবৃতা হলে তবে সেই ঊর্ধ্বজগতের বাসিন্দারা যাঁরা তাঁর অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরে ঊর্ধ্বলোকে, সপ্তম স্বর্গ পর্যন্তই, তাঁকে নিয়ে যেতে পারবেন। সেখানে গিয়ে পৌঁছে তিনি, বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে, কনে রূপে শেষ প্রস্তুতি হিসাবে উপযুক্ত সুগন্ধি গ্রহণ করবেন। তবেই যাঁরা তাঁর পুত্রে বিশ্বাসী হয়েছিলেন, নতুন ও সুবাসিত বস্ত্রে পরিবৃত সেই সকলের সঙ্গে তিনি আপন পুত্রের রাজ্যে প্রবেশ করবেন।

(খ) গুপ্তজনদের মধ্যে গুপ্ত হয়েও পুত্র যিশু তাঁর আপনজনদের ভালমতই চেনেন যদিও তাঁরা আপাতত বস্তুজগতের বস্ত্রে পরিবৃত; তাঁর সেই আপনজনদের জন্য তিনি সেই পথ প্রস্তুত করেন যা বেয়ে তারা তাঁর আবাসে গিয়ে পৌঁছবে, সেই যে আবাসে তিনি স্বয়ং পূর্ণতা বলে বিরাজমান (কল ২:৯ দ্রঃ), অর্থাৎ বিশ্বজগতের সবকিছু প্রভুতে বিরাজিত।

(গ) এ বচন গুরুত্বপূর্ণ কেননা বচনটা এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে যে, সেই প্রাচীনকালেও মাতা মারীয়ার 'আধ্যাত্মিক মাতৃত্ব' তত্ত্ব প্রচলিত ছিল; বাস্তবিকই ধন্যা মারীয়া 'বারোটা শাখার মাতা' (১৬ অধ্যায়), যোহনের 'মাতা' (২১ অধ্যায়) ও 'আমাদের মাতা' (২৬ অধ্যায়) বলে অভিহিতা।

১৭ (ক) 'সেই প্রতারক', মথি ২৭:৬৩ দ্রঃ।

১৮ (ক) 'প্রথমকালের ক্লেশ', অর্থাৎ যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু সংক্রান্ত ক্লেশ।

২০ (ক) অনুমান করা যায়, বাক্সের সেই লিপিতে জগৎসৃষ্টি সংক্রান্ত ও মানব-পরিত্রাণও সংক্রান্ত তত্ত্ব ছিল; এবং মানব-পরিত্রাণ সংক্রান্ত তত্ত্বে প্রেরিতদূতদেরও বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল যা ইতিমধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে, ফলে লিপিটার সেই রহস্য এখন আর রহস্যময় নয়।

২৪ (ক) 'খেরুবদের বাহনে সমাসীন', যাত্রা ২৫:২২ দ্রঃ; সাম ৮০:২ দ্রঃ; ইশা ৩৭:১৬ দ্রঃ; ২ রাজা ১৯:১৫ দ্রঃ। 'তুমি ঊর্ধ্বলোকে আসীন', সাম ১১৩:৫ দ্রঃ।

(খ) 'তুমিই গুপ্ত যত ধন অনাবৃত কর', ইশা ৪৫:৩ দ্রঃ; দা ৫:১২ দ্রঃ।

২৫ (ক) এ বচন অনুসারে, ঐশআত্মাই ঐশবাণীকে প্রেরণটা উত্থাপন করেছিলেন। পুত্র তাঁরই দয়ার গৌরব বলে চিহ্নিত, অর্থাৎ পুত্রের দয়া যাঁর থেকে উদ্গত, পুত্র সেই পিতারই দয়ার গৌরব।

(খ) 'ইম্মানুয়েল' এর অর্থ হল, 'আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর' (ইশা ৮:৮; মথি ১:২৩ দ্রঃ)। 'মারানাথা', ১ করি ১৬:২২; প্রকাশ ২২:২০; দিদাখে ১০:৬ দ্রঃ। এ আরামীয় জয়ধ্বনির অর্থ হল, 'এসো, আমাদের প্রভু'। প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলী এ জয়ধ্বনি তুলে প্রভু যিশুর বিজয় ঘোষণা করত ও তাঁর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকত।

২৬ (ক) প্রেরিতদূত যোহনের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণত এফেসস শহরই উল্লিখিত। কেবল এই 'রোমীয় উত্তরণ' লিপি ও 'আউগীয় উত্তরণ' লিপিটাই (নিচে দ্রঃ) তা সার্দিস শহরের কথা উল্লেখ করে।

২৭ (ক) 'আমি তাঁর বুকের দিকে মাথা কাত হয়েছিলাম', যোহন ১৩:২৩-২৫ দ্রঃ।

২৮ (ক) 'প্রভুর অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুক', লুক ১:২৮ দ্রঃ।

২৯ (ক) প্রভু এজন্যই 'মহান দূত' বলে অভিহিত (২ অধ্যায়), কারণ এপৃথিবীতে নেমে আসার সময়ে যাতে শত্রুপ্রভাবগুলো তাঁকে না চিনতে পারে তিনি আলোময় খেরুবের বেশ ধারণ করে কুমারী মারীয়ার গর্ভ আপন নিবাস করেছিলেন।

৩১ (ক) 'দেহ, মন ও প্রাণ', ১ থে ৫:২৩ দ্রঃ। ইহুদী কৃষ্টি থেকে আগত খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা মনে করত, মানব ঠিক সেইভাবে গঠিত।

(খ) 'বর', মথি ২২:২ দ্রঃ।

৩৩ (ক) 'বজ্রনাদ', প্রকাশ ৬:১ দ্রঃ।

(খ) সেই তিন কুমারী উপস্থিত জনতার মধ্যেই জেগে থাকে। কেননা পরবর্তী বর্ণনা দেখায়, প্রেরিতদূতেরা আসলে জেগে ছিলেন। সেইসঙ্গে সুসমাচারের ধারণা ধ্বনিত যা অনুসারে বুদ্ধিমতী কুমারী না ঘুমিয়ে বরং জেগেই থাকে।

(গ) 'মেঘপুঞ্জ', যাত্রা ১৯:১৬; দা ১৪:৩২-৩৮; মথি ২৪:৩০; ২৬:৬৪ দ্রঃ।

৩৪ (ক) 'হাসিমুখ', গ্রীক বাইবেলের প্রবচন পুস্তক (৩১:২৫) অনুসারে আদর্শবতী নারী চরম দিনে মুছকে হাসবে।

৩৫ (ক) অন্য একটা লিপি আরও স্পষ্ট ভাবে বলে, 'সূর্যের চেয়ে সাতগুণ অধিক দীপ্তিময়।'

৩৬ (ক) ‘নতুন কবর’, মথি ২৭:৬০; যোহন ২০:৪১ দ্রঃ।

(খ) ‘গৌরবের রাজা’, সাম ২৪:৭-১০।

(গ) অর্থাৎ ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রভুই দেহটাকে স্থানান্তর করে পরমদেশে তার নিজের আত্মার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দেহটাকে অনুসন্ধান করতে না ফিরে আসেন।

৩৭ (ক) ‘ইস্রায়েল মিশর থেকে বেরিয়ে গেল’, সাম ১১৪:১ দ্রঃ।

৩৮ (ক) ‘সেই প্রতারক’, মথি ২৭:৬৩ দ্রঃ।

(খ) ‘অস্ত্র’, মার্ক ১৪:৪৩ দ্রঃ।

৩৯ (ক) ‘অন্ধতা’, আদি ১৯:১১ দ্রঃ; ২ মাকা ৩:২৩-২৮; ১০:২৯ দ্রঃ; ইশা ৫৯:১০ দ্রঃ।

৪০ (ক) সেই জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে সুসমাচারে কোনও ইঙ্গিত নেই।

(খ) ‘বিশ্বাস রাখ’, রোমীয় ১০:৯ দ্রঃ; প্রেরিত ৮:৩৭; ১৬:৩১ দ্রঃ।

৪১ (ক) ‘ব্যবসার ঘর’, যোহন ২:১৬।

৪২ (ক) ‘ঈশ্বরের মন্দির’, আদি ২৮:১৭ দ্রঃ; ১ করি ৩:১৬; ৬:১৯; ২ করি ৬:১৬ দ্রঃ।

৪৩ (ক) ‘খ্রিষ্ট যিশুর নামে’, প্রেরিত ৩:৬ দ্রঃ।

৪৫ (ক) ‘নবজন্মপ্রাপ্ত’ : নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, সেসময়ে তাদের নবজন্মপ্রাপ্ত বলা হত।

৪৭ (ক) ‘মেঘপুঞ্জ’, যাত্রা ১৯:১৬; দা ১৪:৩২-৩৮; মথি ২৪:৩০; ২৬:৬৪ দ্রঃ।

আউগীয় উত্তরণ

(লাতিন পাণ্ডুলিপি)

পবিত্রা কুমারী ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টের
নিত্য-অক্ষুণ্ণা জননী মারীয়ার
স্বর্গোন্নয়ন-বৃত্তান্ত

মৃত্যুসংবাদ

১। ত্রাণকর্তার স্বর্গারোহণের পরে ঈশ্বরের পবিত্রা কুমারী জননী মারীয়া এমন স্থানে বাস করছিলেন যা যেরুশালেম থেকে বেশি দূরে নয়। তাঁকে দেখা দিয়ে খ্রিষ্ট বললেন, 'হে আমার মাতা মারীয়া, জৈতুন পর্বতে যাও; সেখানে আমার প্রেরিত একটা দূতের হাত থেকে তুমি একটা খেজুরপাতা পাবে; এবং সকলকে বল, আজ থেকে তিন দিন পর তুমি দেহত্যাগ করবে। আমি আমার সকল প্রেরিতদূতকে তোমার কাছে প্রেরণ করব; তারা তোমার সেবাযত্ন করবে ও তোমার গৌরবের সাক্ষী হবে। কিন্তু তোমাকে নেবার জন্য আমিও তোমার কাছে আসব, আর সেইসঙ্গে গোটা দূতবাহিনীও তোমার সাক্ষাতে স্তবস্তুতি করবে।'

২। এবং তা-ই বলে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এমন আলোতে রূপান্তরিত হলেন যা স্বর্গে উঠছিল।

জৈতুন পর্বতে খেজুরপাতা প্রদান

৩। ধন্যা মারীয়া উঠে জৈতুন পর্বতে গেলেন। আর দেখ, একটা খেজুরপাতা হাতে করে প্রভুর এক দূত তাঁর সামনে হাজির হলেন। সমস্ত গাছপালা শীর কাত করে দূতের হাতের সেই খেজুরপাতাকে আরাধনা করল। তেমন দৃশ্যে মারীয়া বিচলিত হলেন; তিনি দূতকে বললেন, 'প্রভু, হয় তো আপনি কী আমার ঈশ্বর নন? আপনার সাধিত অপরূপ

কাজ এত মহান যে সমস্ত গাছপালা আপনার আরাধনা করল।' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আমি তাঁর দূত। তুমি যেন এ খেজুরপাতা (ক) পেতে পার সেইজন্য আমি তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি।'

৪। দূতের হাত থেকে খেজুরপাতা গ্রহণ করে নিয়ে মারীয়া বাড়ি ফিরে গেলেন। তেমন দীপ্তিতে আবাস-গৃহটা কম্পান্বিত হল। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি খেজুরপাতা বিছানার একটা পরিষ্কার কাপড়ের উপরে সঁপে দিলেন। যে বস্ত্র তিনি পরে ছিলেন তা ছেড়ে জল তুলে নিজেকে ধৌত করলেন, এবং এই 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চরণ করে অন্য বস্ত্র পরিধান করলেন: 'প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, তুমি যে আমাকে মনোনীত করার জন্য ও আমাতে বসবাস করার জন্য স্বর্গ থেকে এমর্তে দেখা দিয়েছিলে। আমার প্রার্থনা শোন, আমি তো তোমার প্রতি চিৎকার করছি। আমার কাছে তোমার আশীর্বাদ প্রেরণ কর, আমি যখন দেহ থেকে বের হব তখন যেন কোনও প্রতাপ আমার সম্মুখীন না হয়।

তা-ই সাধন কর যা সেসময়ে আমাকে বলেছিলে যখন তোমার সামনে কাঁদতে কাঁদতে আমি তোমাকে বলেছিলাম, যে প্রতাপগুলো আমার আত্মার উপরে নেমে আসবে তাদের এড়াবার জন্য আমাকে কী করতে হবে? তুমি কথা দিয়েছিলে, হে আমার মাতা মারীয়া, কেঁদো না। তোমার কাছে যে কেবল দূতেরা ও মহাদূতেরা আসবে তা নয়, কিন্তু স্বয়ং আমিই তোমার আত্মার উপরে নেমে আসব।'

আত্মীয়দের আগমন

৫। এসমস্ত কথা বলে মারীয়া বেরিয়ে গিয়ে নিজের দাসীকে বললেন, 'গিয়ে আমার আত্মীয়স্বজনদের ডাক; তাদের বল, মারীয়া তোমাদের ডাকছে।' সে গিয়ে সকলকে ডাকল। তাঁরা এলে মারীয়া বললেন, 'পিতা, মাতা ও ভগিনী সকল, বিনয়ী হয়ে আসুন, শুভকর্ম সাধনে ও ঈশ্বর থেকে আগত বিশ্বাস দ্বারা একে অন্যকে সহায়তা করি; আমি চলে যাচ্ছি। আগামীকালের পর দিন, আমার চিরন্তন বিশ্রামের উদ্দেশে যাবার জন্য আমি দেহ থেকে বের হব। এখন আপনারা আমার প্রতি মহা অনুগ্রহ দেখান। আপনাদের কাছে আমি সোনা বা রুপো যাচনা করছি না, কেননা এসবকিছু অসার ও ক্ষয়শীল।

আপনাদের কাছে আমি যে একটামাত্র অনুগ্রহ যাচনা করছি তা হলো, আমি আপনাদের যা যা বলতে যাচ্ছি তা-ই পালন করবেন; আপনারা এই আগামী দুই রাত আমার সঙ্গে থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রদীপ জ্বলন্ত রেখে তিন দিন ধরে তা নিভিয়ে যেতে দেবেন না।' তিনি যেমন বলেছিলেন, তাঁরা সবাই সেইমত করলেন।

প্রদীপগুলো জ্বালানো হলে পর মারীয়া তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'এসো, জেগে থাকি, কারণ চোর যে কোন্ সময় আসবে আমরা তা জানি না। যখন মানুষ নিজের দেহ থেকে বের হয় তখন তার উপরে দু'জন দূত এসে পড়ে, ধর্মময়তার দূত ও শঠতার দূত, আর সেই দু'জন মৃত্যুর সঙ্গে প্রবেশ করে। যখন মৃত্যু আত্মার উপর চাপ দিতে শুরু করে তখন সেই দু'জন দূত এগিয়ে এসে সেই মানুষের দেহ পরীক্ষা করে। সেই মানুষ যদি ধর্মময়তার কর্ম করে থাকে তাহলে ধর্মময়তার দূত আনন্দিত হন ও তাঁর সদৃশ আরও দূত সেই আত্মার উপরে এসে তার সামনে উল্লাস করতে করতে তাকে ধার্মিকদের স্থানে স্থানান্তর করেন; কিন্তু অনিষ্টের দূত কাঁদে কেননা সেই মানুষের আত্মায় তার কোনও অংশ নেই। অপরদিকে, যদি দেখা যায়, একজন দুষ্কর্ম করে থাকে, তাহলে অনিষ্টের দূতই আনন্দিত হয় ও নিজের সঙ্গে আরও সাতটা অপদূতকে নিয়ে আসে যারা তার চেয়ে আরও খারাপ, এবং ধর্মময়তার দূত অঝোরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তারা দেহ থেকে আত্মাকে ছিনিয়ে নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।'

৬। মারীয়ার সেই কথায় স্ত্রীলোকেরা বলল, 'হে আমাদের বোন, তুমি যে গোটা জগতের মাতা হলে, আমরা সবাই কাঁদছি বটে কারণ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ভয় পাচ্ছি। কিন্তু তুমি ভয় পাবে কেন? তুমি তো স্বয়ং ত্রাণকর্তা প্রভুর মাতা। নিম্নাবস্থার ও দুর্দশাগ্রস্ত এই আমরা কীবা করব? কোথায়ই বা পালিয়ে আশ্রয় নেব? আর যদি পালক নেকড়েকে ভয় পায়, তাহলে মেষগুলো কোথায়ই বা রক্ষা পাবে?' মারীয়া তাদের বললেন, 'কন্যা আমার, চুপ কর; কেঁদো না, বরং আমাদের মাঝে বিদ্যমান যিনি, তাঁর গুণকীর্তন কর। হে ঈশ্বরের কুমারী সকল, কেঁদো না, বরং কান্নার স্থানে একটা সামগীতি জাগিয়ে তোল যাতে সকল জাতির মাঝে তাঁরই কথা ধ্বনিত হয়।' তারপর মারীয়া তাঁর প্রতিবেশী সকলকে একত্র করে তাদের বললেন, 'এসো, পায়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করি।'

প্রার্থনার পরে সবাই আসন গ্রহণ করে খ্রিষ্টের মহাকীর্তি ও তাঁর সাধিত অপরূপ কাজ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করল।

যোহনের আগমন

৭। তারা সেইভাবে সময় অতিবাহিত করছে এমন সময় যোহন এসে হাজির হলেন। তিনি মারীয়ার দরজায় ঘা দিলে মারীয়া দরজাটা খুলে দিলেন ও তিনি প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে মারীয়া অন্তরে আলোড়িত হলেন, ও নিশ্বাস ফেলে নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তীব্র কষ্টের কারণে তিনি নীরব থাকতেও না পেরে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পিতা যোহন, তোমার গুরুদেবের সেই বাণী স্মরণ কর যা উচ্চারণ করে তিনি আমার জন্য সেইদিন তোমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে দিনে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলাম, তুমি চলে যাচ্ছ; কিন্তু কার হাতে আমাকে তুলে দিতে যাচ্ছ? আমি কার কাছে বসবাস করব? হে পিতা যোহন, আমার জন্য যে আদেশ তুমি পেয়েছিলে তা ভুলে যেয়ো না। তাই এখন আমাকে একা ফেলে রেখো না।'

৮। একথা বলতে বলতে মারীয়া কাঁদছিলেন। যোহন কিছু না কিছু বলার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মারীয়া তখনও তাঁকে বলেননি, তিনি দেহ থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন। তখন যোহন উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হে মারীয়া, হে আমার ভগিনী, হে খ্রিষ্টের ও প্রেরিতদূতদের মাতা, তুমি কী ইচ্ছা করছ? তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে? যে আমার সেবা করত, তোমার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য তাকে আমি তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এখন আমাকে বল, তোমাকে কী কষ্ট দিচ্ছে? তোমার কীসের অভাব?'

মারীয়া উত্তরে বললেন, 'পিতা যোহন, এযুগের কোন কিছুরই আমার আদৌ দরকার হয় না। কিন্তু একথা জেনে নাও যে, আমি আগামীকালের পর দিন এজগৎ থেকে বের হব।

পিতা যোহন, অনুগ্রহ দেখিয়ে আমার দেহ রক্ষা কর। তা, একাই, একটা কবরে সঁপে দাও, ও ইহুদীদের যাজকদের কারণে তোমার ভাই সেই সহ-প্রেরিতদূতদের সঙ্গে

তার উপর নজর রাখ। আমি নিজের কানেই তাদের একথা বলতে শুনেছিলাম, আমরা তার দেহটাকে খুঁজে পেলে তা পুড়িয়ে দেব, কেননা তারই থেকে সেই প্রতারক (ক) বেরিয়ে এসেছিল।'

৯। তেমন কথা শুনে যোহন পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। পরে উঠে তিনি অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে মারীয়াকে বললেন, 'আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসে লোকদের অনুরোধ কর যেন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারা একটা সামগীতি গান করে।' আর তারা সামগীতি গাইতে গাইতে মারীয়া যোহনকে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে তাঁকে বললেন, 'পিতা যোহন, তুমি তো ভাল করেই জান যে, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বস্ত্র ও দু'টো পরিচ্ছদ ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এখানে দু'টো বিধবা মহিলা রয়েছে; আমি যখন দেহ ত্যাগ করব তখন তুমি তাদের এক একজনকে একটা করে পরিচ্ছদ দেবে।' এবং যেখানে সেই খেজুরপাতা ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করে মারীয়া তাঁকে বললেন, 'পিতা যোহন, এ খেজুরপাতা নাও ও আমার কবরের আগে আগে তা বহন কর। এলক্ষ্যেই তো তা আমাকে দেওয়া হয়েছিল।'

১০। কিন্তু যোহন তাঁকে উত্তরে বললেন, 'হে ভগিনী মারীয়া, আমার ভাই সেই সহ-প্রেরিতদূতদের অনুপস্থিতিতে আমি তা নিতে পারব না। আমার চেয়ে বড় একজন আছেন যাঁকে আমাদের উপরে স্থাপন করা হয়েছে।'

প্রেরিতদূতদের আগমন

১১। তাঁরা ঘর থেকে বের হলে বড় বড় বজ্রনাদ হল। যারা ঘরে ছিল তারা তাতে বিচলিত হল। বজ্রনাদের আওয়াজ কেটে গেলে প্রেরিতদূতগণ নানা মেঘে এলেন ও মারীয়ার দরজার সামনে তাঁদের রাখা হল। তাঁরা একে অন্যকে অভিবাদন জানিয়ে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন; তাঁরা যে সেইভাবে পুনর্মিলিত হয়েছিলেন তার জন্য বিস্মিত ছিলেন। উচ্চকণ্ঠে তাঁরা বললেন, 'এসো, প্রার্থনা করি, প্রভু যে লক্ষ্যে আমাদের একত্রিত করেছেন তা যেন আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়।'

প্রার্থনা

১২-১৩। তখন পিতর হাত দু'টো স্বর্গের দিকে উত্তোলন করে বললেন, 'খেরুবদের উপরে আসীন হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু, তুমি ঊর্ধ্বলোকে আসীন হয়ে (ক) নিম্নাবস্থার সবকিছু লক্ষ কর। মনে তোমার আরাম পাবার জন্য আমরা তোমার প্রতি তোমার ক্রুশের আকারে হাত দু'টো উত্তোলন করি। কেননা তুমিই আমাদের আরাম, তুমিই দয়ার গৌরব, এখন থেকে চিরকাল ধরে, যুগে যুগান্তে।'

যোহনের বক্তব্য

১৪। 'আমেন' উচ্চারিত হলে প্রেরিতদূতগণ একে অন্যকে অভিবাদন জানালেন। তাঁদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যোহন বললেন, 'আমার ভ্রাতা সকল, আমাকে আশীর্বাদ কর।' তখন তাঁরা নিজ নিজ পদ অনুসারে একে অন্যকে অভিবাদন জানালেন। অভিবাদনের পর পিতর ও আন্দ্রিয় যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে প্রভুর প্রিয়জন, তুমি কেমন করে এখানে এসে পৌঁছেছ? কত দিন হল তুমি এখানে আছ?' যোহন তাঁদের বললেন, 'একটু শোনো আমার কী না ঘটেছে। আমি সার্দিস (ক) শহরে ছিলাম; আমাদের ত্রাণকর্তায় বিশ্বাসী হয়েছিল যারা, আমি তাদের উপদেশ দানে নিবিষ্ট ছিলাম। তখন প্রায় বিকেল তিনটে। আমরা যেখানে একত্রে ছিলাম, সেই স্থানে স্বর্গ থেকে একটা মেঘ নেমে এল, ও আমার সঙ্গে ছিল যারা তাদের সামনে থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে এখানে নিয়ে এল। আমি দরজায় ঘা দিলে আমার জন্য দরজাটা খুলে দেওয়া হল আর আমি বিপুল এক জনতাকে পেলাম যারা আমাদের ভগিনী মারীয়াকে ঘিরে রাখছিল। তিনি তাদের বলছিলেন যে, তিনি দেহত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না ও কান্না আমার উপর জয়ী হল। তাই, হে ভাই সকল, যখন তিনি দেহত্যাগ করবেন, তখন তোমরা কাঁদবে না পাছে জনগণ মনে কষ্ট পায় একথা ভেবে যে এরাও মৃত্যুকে ভয় পায়।'

মারীয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

১৫। তখন প্রেরিতদূতেরা মারীয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে অভিবাদন জানালেন, 'হে আমাদের ভগিনী, হে পরিত্রাণ-প্রত্যাশীদের মাতা মারীয়া, অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে।'[ক] আর তিনি উত্তরে বললেন, 'ভাই সকল, তোমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে আছে।

১৬। কেমন করে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছ? আমি যে দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি একথা কে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সবাই এখানে একত্রিত।'

এক একজন সেই সেই দেশের নাম উল্লেখ করলেন যা থেকে তাঁকে একটা মেঘের উপরে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

১৭। মারীয়া আত্মায় উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'সমস্ত 'ধন্য' স্তুতিবাদের ঊর্ধ্বে যে তুমি, আমি তোমার স্তুতি করি; আমি তোমার গৌরবের আবাসের স্তুতি করি; আমি তোমার স্তুতি করি, তুমি যে সেই মহাখেরুবের উপরে আসীন যিনি আমার গর্ভে তোমার আবাস হয়েছিলেন। তুমি যেমন বলেছিলে তা সেইমত হল। কেননা তুমি বলেছিলে, যখন তুমি দেহ ত্যাগ করবে, তখন আমি আমার সকল প্রেরিতদূতকে তোমার কাছে প্রেরণ করব; আর এই যে, আমি তাঁদের মাঝে ফলবতী আঙুরলতার মত রয়েছি।'

১৮। একথা বলতে বলতে মারীয়া পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতকে ডাকলেন, ও তাঁদের নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বস্ত্র তাঁদের দেখিয়ে দিলেন।

মৃত্যুর অপেক্ষায় জাগরণী

১৯। তারপর বের হয়ে তিনি সকলের মাঝে আসন নিলেন, সেই প্রদীপগুলোর আলোতে যেগুলো তিন দিন ধরে জ্বলন্ত অবস্থায় থাকল, ঠিক সেইভাবে যেভাবে মারীয়া তাঁদের আদেশ করেছিলেন।

পিতর সকল প্রেরিতদূতকে উদ্দেশ করে বলছিলেন, 'ভাই সকল, উপদেশমূলক বাণীর মত কারও কিছু থাকলে সে এই জনতাকে সান্ত্বনা দিয়ে সারা রাত ধরে সূর্যোদয়

পর্যন্ত অবাধে কথা বলুক।' প্রেরিতদূতেরা উত্তরে বললেন, 'তোমার চেয়ে জ্ঞানবান কেই বা আছে? আমরা সানন্দেই তোমার উপদেশ শুনব।' তখন পিতর একথা বলতে লাগলেন, 'ভাই সকল, মারীয়ার মৃত্যু যে প্রকৃত মৃত্যু তোমরা এমনটা ভেবো না। সেটা মৃত্যু নয়, তা বরং অনন্ত জীবন। ধার্মিকদের মৃত্যু ঈশ্বরের কাছে হবে স্তুতিরই বস্তু। সেই মৃত্যু গৌরবময়, ও দ্বিতীয় মৃত্যু তার ক্ষতি করতে পারবে না।'

২০। তিনি তখনও তেমন বিষয়ে কথা বলছেন এমন সময় ঘর এমন আলোতে দীপ্তিময় হয়ে উঠল যা প্রদীপগুলোর উজ্জ্বলতার চেয়েও উজ্জ্বল। এবং একণ্ঠ শোনা গেল, 'পিতর, সাবধান, এসমস্ত কিছু প্রকাশ করো না! এসমস্ত কিছু জানা ও তেমন জ্ঞান বিষয়ে কথা বলা কেবল তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে।' তখন জনতাকে উদ্দেশ করে পিতর বললেন, 'ভাই সকল, একথা স্পষ্ট যে, আমরা যা ইচ্ছে তাই বলব তেমন অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের অন্তর ধরে রাখেন যিনি, তিনি আমাদের রক্ষা করুন।'

২১। তখন সেই তিন কুমারী তাঁর পায়ে পড়ে বলল, 'এমনটা দিন যাতে আমরা খ্রিষ্টের মহাকীর্তির যোগ্য হতে পারি; তিনি যা কিছু আপনাকে প্রকাশ করেছেন, তা আমাদের দেখিয়ে দিন।' তাদের পায়ে দাঁড় করিয়ে পিতর বললেন, 'ওঠ, যা আমাদের অনুগ্রহ ও সম্মান সংক্রান্ত, তা শোন। এমনটা মনে করো না যে, সেই কণ্ঠস্বর আমাকে কথা বলেছে যাতে তা তোমাদের কল্যাণার্থে প্রকাশ করা না হয়। তোমরাও সেভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের যোগ্য যেভাবে সেই সকলেও যোগ্য যারা এজগতে নিজেদের শুচি রেখে শালীনতা রক্ষা করে চলে। তোমাদের সদ্‌গুরু যা তোমাদের আজ্ঞা করেছিলেন তা শোন ও শিখে নাও, "স্বর্গরাজ্য কুমারীদেরই মত"। তিনি তো বলেননি, "স্বর্গরাজ্য বহুকালের মত", কেননা কাল কেটে যায় কিন্তু কৌমার্য-নামটা থেকে যায়। আমি তোমাদের গৌরবময় বলে গণ্য করি কারণ তিনি স্বর্গরাজ্যকে তোমাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

যখন শেষ পরিণাম এক একজনের নাগাল পায় তখন বলিষ্ঠ মৃত্যু প্রেরিত। যে পাপী বহু দুষ্কর্ম জমিয়েছে, সেই শয্যাশায়ী পাপীর আত্মার উপরে সেই মৃত্যু এলে আত্মা তাতে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে প্রভুকে অনুনয় করে বলে, "প্রভু, আমি যত পাপকর্ম আমার দেহে পুঁতে এসেছি, সেই সমস্ত পাপ বিলীন না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যশীল হও।" কিন্তু মৃত্যু কোনও

বিলম্ব মানে না। নির্ধারিত সময় যখন পূর্ণ হয়েছে তখন মৃত্যু কেমন করে বিলম্ব করতে পারে? পাপকর্মে আবৃত হয়ে থাকায় আত্মার যখন ধর্মময়তার কিছুই থাকে না, তখন সেই আত্মা যন্ত্রণার স্থানে চালিত হয়। কিন্তু আত্মা যদি দাবীকৃত কর্ম সাধন করে থাকে তাহলে সেই আত্মা আনন্দিত মনে বলে, আমার কোনও বাধা-বিঘ্ন নেই, কৌমার্য-নাম ও কৌমার্য-কর্ম ছাড়া আমার আর কিছুই নেই, তবে আমি কিসেতেই ভয় পাব? আর তখন দেহ থেকে বের হয়ে সেই আত্মা স্তুতিগানের মধ্যে বরের কাছে সেই স্থান পর্যন্ত তথা সেই সপ্তম স্বর্গ পর্যন্ত চালিত হবে যা সেই সকলের কাছে অঙ্গীকৃত যারা তাঁর আজ্ঞাবলি পালন করে। তা দেখে পিতা আনন্দিত হয়ে সেই আত্মাকে আপন পবিত্রজনদের মধ্যে স্থান দেন।' তেমন বিষয়ে কথা বলে পিতর সকাল পর্যন্ত জনগণকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এমন সময় সূর্যের উদয় হল।

মারীয়ার মৃত্যু

২২। মারীয়া উঠে প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনার পরে তিনি বিছানায় শুইলেন।

২৩। পিতর বসে ছিলেন তাঁর মাথার ধারে, ও অন্যান্য প্রেরিতদূত তাঁর খাটিয়া ঘিরে।

সকাল ন'টার দিকে প্রকাণ্ড বজ্রনাদ (ক) নিনাদিত হল ও মধুময় এক সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। যারা মারীয়ার চারপাশে ছিল সেই সুগন্ধের মহা তীব্রতায় তারা সবাই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল; কেবল সেই তিনজন কুমারী জাগ্রত থাকল (খ); তিনি এমনটা ইচ্ছা করেছিলেন যাতে মারীয়া যে গৌরবের অংশী হলেন তারা যেন সেই গৌরবের সাক্ষী হয়।

মৃত্যুর পরে

২৪। সেসময়, মেঘপুঞ্জের (ক) উপরে দূতবাহিনীর অগণন ভিড়ের সঙ্গে স্বয়ং প্রভু এসে হাজির হলেন। তিনি দূতদের প্রধান সেই মিখায়েলকে সঙ্গে করে সেই গৃহে প্রবেশ করলেন যেখানে ধন্যা মারীয়া শুইয়ে ছিলেন; বাইরে থেকে দূতগণ গৃহটাকে ঘিরে

স্তবস্তুতি গান করছিলেন। প্রবেশ করে ত্রাণকর্তা মারীয়ার চারপাশে প্রেরিতদূতদের দেখতে পেয়ে তাঁদের সকলকে অভিবাদন জানালেন। তারপর মারীয়াকেও অভিবাদন জানিয়ে তিনি বললেন, 'হে মারীয়া, হে মাতা আমার, তোমার মঙ্গল হোক।'

২৫। আর মারীয়া মুখ খুলে বললেন, 'হে প্রভু, ঈশ্বর আমার, আমি তোমাকে ধন্য বলি; আমাকে যে কথা দিয়েছিলে, তোমার সেই কথা তুমি পূর্ণ করেছ। তুমি তো কথা দিয়েছিলে, প্রেরিতদূতদের শুধু নয়, দূতদের ও মহাদূতদেরও তুমি আমার কাছে প্রেরণ করবে; আর শুধু তা নয়, তুমি বলেছিলে, তুমি নিজেই আমার আত্মার কাছে আসবে। কিন্তু এই আমি এমন কে যে তেমন গৌরবের অংশী হলাম?' এবং একথা বলে মারীয়া প্রভুর প্রতি হাসিমুখ (ক) ফিরিয়ে আপন মর্ত-দায়িত্বভার সমাধা করলেন।

২৬। প্রভু তাঁর আত্মাকে তুলে মহাদূত মিখায়েলের হাতে সঁপে দিলেন। দেখতে সেই আত্মা ছিল তুষারেরই মত শুভ্র।

২৭। তাতে পিতর খুবই আনন্দিত হয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কেই বা রয়েছে যে মারীয়ার আত্মার মত শুভ্র আত্মার অধিকারী?' ত্রাণকর্তা তাঁকে বললেন, 'যে কেউ নিজের আত্মাকে বহু পাপ থেকে রক্ষা করে, তার আত্মা মারীয়ার আত্মার মত শুভ্র হয়ে উঠবে।'

২৮। ত্রাণকর্তা পিতরকে বললেন, 'আমার আবাস মারীয়ার সেই দেহকে শীঘ্রই কবর দাও। শহরের বাঁ পাশে বেরিয়ে তুমি নতুন একটা কবর (ক) দেখতে পাবে। তুমি সেইখানে তাঁর দেহখানিটা রাখবে। আমি যেমন তোমাদের আজ্ঞা করেছিলাম, তোমরা সেইমত দেহটাকে রক্ষা কর।'

২৯। ত্রাণকর্তার তেমন কথায় মারীয়ার দেহ বলে উঠল, 'হে গৌরবের প্রভু (ক), আমার কথা মনে রেখ, কারণ আমি তোমারই পরিকল্পিত কাজ; আমার কথা মনে রেখ, কারণ আমার কাছে ন্যস্ত করা ধন আমি রক্ষা করেছি।' ... 'সীলমোহরযুক্ত ... যতক্ষণ অনুসন্ধান করা না হয়।'(খ)

৩০। একথা বলে প্রভু যিশু স্বর্গে আরোহণ করলেন।

৩১। পিতর, অন্যান্য প্রেরিতদূত ও সেই তিনজন কুমারী মারীয়ার দেহখানির উচিত যত্ন নিলেন। দেহটাকে শুভ্র কাপড়ে জড়িয়ে শয্যায় সঁপে দিলেন। পরে, যারা

ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা জেগে উঠে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল; তারা বলছিল, 'কখন মারীয়া দেহ থেকে বের হলেন?'

৩২। সেই খেজুরপাতা হাতে নিয়ে পিতর যোহনকে বললেন, 'তুমি তো কুমার, তাই খাটিয়ার আগে আগে খেজুরপাতা হাতে করে স্তুতিবাদ প্রচার করা তোমারই কর্তব্য।' কিন্তু যোহন উত্তরে বললেন, 'তুমি আমাদের পালক ও বিশপ; নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত খাটিয়ার আগে আগে চলা তোমারই কর্তব্য। আমরা কেউই যেন মনঃক্ষুণ্ন না হই, এসো, আমরা সেই খেজুরপাতা খাটিয়ার উপরে, তাঁরই উপরে সঁপে দিই।'

৩৩। প্রেরিতদূতগণ উঠে খাটিয়াটা বয়ে চললেন।

৩৪। পিতর 'ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল (ক); আল্লেলুইয়া' স্তবস্তুতিটা গান করছিলেন। গোটা জনগণ সামগীতি গান করছিল।

৩৫। মেঘপুঞ্জের উপর দিয়ে হাঁটছিলেন যে দূতগণ, তাঁরা অদৃশ্য অবস্থায় স্বর্গীয় সঙ্গীত গান করছিলেন। গোটা যেরুশালেম জুড়ে কেবল সেই কণ্ঠই শোনা যাচ্ছিল।

জঘন্য সেই অপপ্রচেষ্টা

৩৬। জনগণকে ও গায়কদের কণ্ঠ শুনে প্রধান যাজকেরা বিচলিত হলেন; তাঁরা নিজেদের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ লোকের ভিড় আবার কী?'

৩৭। তাঁদের একজন বললেন, 'মারীয়া দেহত্যাগ করেছেন ও প্রেরিতদূতেরা তাঁকে ঘিরে স্তবস্তুতি গাইছেন।'

৩৮-৩৯। শয়তান তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল। তাঁরা বললেন, 'ওঠ, প্রেরিতদূতদের হত্যা করতে যাই, ও সেই যে দেহ আপন গর্ভে সেই প্রতারককে (ক) বহন করল তা পুড়িয়ে দিই।' এবং খড়্গ ও লাঠি নিয়ে (খ) তাঁদের হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু মেঘপুঞ্জের সেই দূতগণ সাথে সাথে তাঁদের অন্ধতা-আঘাতে (গ) আঘাত করলেন; তাতে তাঁরা প্রাচীরের গায়ে ছুটে নিজেদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করলেন, কারণ একজন বাদে কেউই দেখতে পাচ্ছিলেন না তাঁরা কোন দিকে যাচ্ছিলেন; সেই একজন কি ঘটছে তা

দেখবার জন্য বের হয়েছিলেন। তিনি প্রেরিতদূতদের কাছে এগিয়ে গেলেন, ও যখন দেখলেন, প্রেরিতদূতগণ স্তবস্তুতি গান করছেন ও খাটিয়া মাল্যভূষিত অবস্থায় বহন করা হচ্ছে, তখন মহা ক্রোধে পূর্ণ হয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে! আমাদের ও আমাদের জনগণকে যে বিবস্ত্র করেছে, তার আবাস কেমন গৌরবের বস্তু হয়েছে।' এবং খাটিয়াটা উল্টিয়ে দেবার ইচ্ছায় চিৎকার করতে করতে সেটার দিকে ছুটে গেলেন। তিনি খাটিয়াকে মাটিতে ফেলে দেবার সঙ্কল্পে সেটাকে সেই স্থানে ধরলেন যেখানে ছিল সেই খেজুরপাতা। কিন্তু তাঁর হাত দু'টো সাথে সাথে নুলো হয়ে গেল।

৪০-৪২। লোকটা প্রেরিতদূতদের সামনে কাঁদতে কাঁদতে আকুতি-মিনতি করে তাঁদের এই বলে অনুনয় করছিলেন, 'তেমন মহা দুরবস্থায় আমাকে ফেলে রেখো না। পিতর, আমার পিতা তোমাকে কেমন সহায়তা করেছিলেন তা মনে রেখ; সেসময় সেই দাসী তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ (ক) করে বলছিল, তুমিও এই লোকটার শিষ্য; মনে রেখ, কেমন করে তিনি তোমাকে উদ্ধার করেছিলেন। তাই এখন তুমি আমাকে সহায়তা কর।' তখন পিতর তাঁকে বললেন, 'তোমাকে সহায়তা করার অধিকার আমারও নেই, এদেরও কারও নেই। কিন্তু, তুমি যদি বিশ্বাস কর (খ) যে, পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে সঞ্জাত সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র, তাহলে মারীয়ার দেহ স্পর্শ কর, তবেই নিরাময় হবে।'

৪৩। লোকটা চিৎকার করে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি, পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে সঞ্জাত সেই যিশু খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র।' ধন্য পিতর তাঁকে বললেন, 'ধন্যা মারীয়ার দেহ স্পর্শ কর।'

৪৪। তিনি তা স্পর্শ করলেই তাঁর হাত দু'টো সাথে সাথে নিরাময় হল।

৪৫-৪৬। ধন্য পিতর তাঁকে বললেন, 'শহরে গিয়ে, তোমার যা ঘটেছে তা সকলকে বল। যে কেউ বিশ্বাস করবে সে দেখতে পাবে; যে কেউ বিশ্বাস করবে না, সে অন্ধ হয়ে থাকবে।'

সমাধিদান

৪৭। তাই তাঁরা ধন্যা মারীয়ার দেহকে কবরে বহন করলেন ও সেখানে তিন দিন ধরে জাগরণ পালন করলেন। প্রেরিতদূতগণ ত্রাণকর্তার শিক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করছিলেন।

আত্মা ও দেহ সহ পরমদেশে মারীয়া

তাঁরা কথা বলছেন এমন সময়ে মেঘপুঞ্জের (ক) উপরে দূত ও মহাদূতদের সঙ্গে প্রভু যিশু এসে হাজির হলেন।

৪৮-৪৯। তিনি মারীয়ার দেহের সঙ্গে প্রেরিতদূতদেরও মেঘপুঞ্জে কেড়ে নিলেন, আর তাঁদের পরমদেশে নিয়ে যাওয়া হল যেখানে তাঁরা মারীয়ার দেহ সঁপে দিলেন।

৫০। প্রভু মহাদূত মিখায়েলের হাত থেকে মারীয়ার আত্মাকে গ্রহণ করে নিয়ে তা তাঁর দেহে সঁপে দিলেন। দূতগণ একটা সামগীতি গান করতে করতে মারীয়া পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন।

তারপর প্রেরিতদূতগণ নিজ নিজ মেঘে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন; তাঁরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরবকীর্তন করছিলেন। [তিনি ঈশ্বর] যাঁরই সম্মান, গৌরব ও প্রতাপ চিরকাল ধরে। আমেন।

---

* পুরাতন নিয়মের সমস্ত বাক্য গ্রীক সত্তরী বাইবেল থেকে উদ্ধৃত।

৩ (ক) সেকালের প্রাচীন একটা লেখা অনুসারে (যার নাম অপ্রামাণিক মথি-রচিত সুসমাচার, ২০ অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়), মিশরে পালিয়ে যাবার সময়ে মা মারীয়া, পালক-পিতা যোসেফ ও শিশু যিশু বিশ্রাম করার জন্য একটা খেজুরগাছের নিচে বসেন। মা মারীয়া কিছুটা খেজুর খেতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ফলগুলো অনেক উঁচুতে থাকায় ও সাধু যোসেফ সেগুলো পাড়তে না পারায় শিশু যিশুর আদেশে গাছটা কাত হয় ও সেটার শিখড় থেকে জল উৎসারিত হয়। তারপর এক স্বর্গদূত সেই গাছের একটা পাতা পরমদেশে নিয়ে গেলে সেই পাতা থেকে এমন একটা গাছ গজিয়ে ওঠে যার পাতাগুলো মনোনীতদের জয়চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা।

‘আউগীয় উত্তরণ’ লেখাটা এবর্ণনার উপর কতখানি নির্ভরশীল তা বলা কঠিন; তবু আমরা যদি ধরে নিই, ‘আউগীয় উত্তরণ’ লেখাটা সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করে তবে খেজুরপাতা সেই জয়মালার চিহ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যা মা মারীয়া অল্প দিনের মধ্যে গ্রহণ করতে চলেছেন। তাছাড়া, খেজুরপাতা স্বর্গ থেকে আগত হওয়ায় সেটা বিশেষ রক্ষা-ক্ষমতার অধিকারী; বাস্তবিকই পাতাটা পাতাল-যাত্রাকালে ধন্যা মারীয়াকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। ধন্যা মারীয়ার পাতাল-যাত্রা ‘আউগীয় উত্তরণ’-এ ও ‘রোমীয় উত্তরণ’-এ উল্লিখিত নয়, অন্যান্য ‘উত্তরণ’ লেখাগুলোতেই সাধারণত উল্লিখিত।

৮ (ক) ‘সেই প্রতারক’, মথি ২৭:৬৩ দ্রঃ।

১২-১৩ (ক) ‘তুমি ঊর্ধ্বলোকে আসীন’, সাম ১১৩:৫ দ্রঃ।

১৪ (ক) প্রেরিতদূত যোহনের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সাধারণত এফেসস শহরই উল্লিখিত। কেবল এই ‘আউগীয় উত্তরণ’ লিপি ও ‘রোমীয় উত্তরণ’ লিপিটাই (উপরে দ্রঃ) তা সার্দিস শহরের কথা উল্লেখ করে।

১৫ (ক) ‘অনুগ্রহ তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছে’, লুক ১:২৮ দ্রঃ।

২৩ (ক) ‘বজ্রনাদ’, প্রকাশ ৬:১ দ্রঃ।

(খ) সেই তিন কুমারী উপস্থিত জনতার মধ্যেই জেগে থাকে। কেননা পরবর্তী বর্ণনা দেখায়, প্রেরিতদূতেরা আসলে জেগে ছিলেন। সেইসঙ্গে সুসমাচারের ধারণা ধ্বনিত যা অনুসারে বুদ্ধিমতী কুমারী না ঘুমিয়ে বরং জেগেই থাকে।

২৪ (ক) ‘মেঘপুঞ্জ’, যাত্রা ১৯:১৬; দা ১৪:৩২-৩৮; মথি ২৪:৩০; ২৬:৬৪ দ্রঃ।

২৫ (ক) ‘হাসিমুখ’, গ্রীক বাইবেলের প্রবচন পুস্তক (৩১:২৫) অনুসারে আদর্শবতী নারী চরম দিনে মুছকে হাসবে।

২৮ (ক) ‘নতুন কবর’, মথি ২৭:৬০; যোহন ২০:৪১ দ্রঃ।

২৯ (ক) ‘গৌরবের প্রভু’, ১ করি ২:৮; যাকোব ২:১ দ্রঃ।
(খ) ’… সীলমোহরযুক্ত … যতক্ষণ অনুসন্ধান করা না হয়।’ পাণ্ডুলিপিতে প্রভু যিশুর এবাক্য অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কিন্ত এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, বাক্যটা ভাতিকান পাণ্ডুলিপির নং ৩৬ এর সদৃশ বাক্য তথা: ‘হে আমার মণিমুক্তা, হে আমার অক্ষুণ্ন ধন, আমি তোমাকে একা ফেলে রাখব না। না, সীলমোহরযুক্ত এ ধন আমি কখনও একা ফেলে রাখব না যতক্ষণ সেটার অনুসন্ধান করা না হয়।’ অর্থাৎ ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রভুই দেহটাকে স্থানান্তর করে পরমদেশে তার নিজের আত্মার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য দেহটাকে অনুসন্ধান করতে না ফিরে আসেন।
৩৪ (ক) ‘ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে গেল’, সাম ১১৪:১ দ্রঃ।

৩৮-৩৯ (ক) ‘সেই প্রতারক’, মথি ২৭:৬৩ দ্রঃ।

(খ) ‘খড়্গ ও লাঠি নিয়ে’, মার্ক ১৪:৪৩ দ্রঃ।

(গ) ‘অন্ধতা’, আদি ১৯:১১ দ্রঃ; ২ মাকা ৩:২৩-২৮; ১০:২৯ দ্রঃ; ইশা ৫৯:১০ দ্রঃ।

৪০-৪২ (ক) সেই জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে সুসমাচারে কোনও ইঙ্গিত নেই।

(খ) ‘বিশ্বাস কর’, রোমীয় ১০:৯ দ্রঃ; প্রেরিত ৮:৩৭; ১৬:৩১ দ্রঃ।

৪৭ (ক) ‘মেঘপুঞ্জ’, যাত্রা ১৯:১৬; দা ১৪:৩২-৩৮; মথি ২৪:৩০; ২৬:৬৪ দ্রঃ।